চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 1 August, 2020 ■ আগরতলা, ১ আগস্ট, ২০২০ ইং ■ ১৭ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দ্বাদশের সম্ভাব্য কৃতি তালিকায় প্রথম স্থান দখল করেছে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ এইচ এস স্কুলের বিপাশা চক্রবর্তী। ছবি নিজস্ব।

দ্বাদশের ফলাফলে বিভাগ ভিত্তিক কৃতী তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। দ্বাদশের ফলাফলে বিভাগভিত্তিক কৃতী তালিকা প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তাতে বিজ্ঞান বিভাগে বিলোনিয়া আর্য কলোনি বিদ্যালয়ের রুচিকা সরকার ৪৭৩ নম্বর, কলা বিভাগে উদয়পুরের বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের বিপাশা চক্রবর্তী ৪৮২ নম্বর এবং বাণিজ্য বিভাগে আগরতলার প্রাচ্যভারতী স্কুলের স্বরূপা বণিক ৪৫৫ নম্বর পেয়ে শীর্ষ স্থান দখল করেছে। তবে সার্বিক ফলাফলে কলা বিভাগের ছাত্রী বিপাশা চক্রবর্তীই সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। সে-ক্ষেত্রে তাকেই এ বছর প্রথম স্থানাধিকারী মনে করা যেতেই পারে। অবশ্য পর্ষদ এমন কোনও ঘোষণা করেনি।

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে পর্ষদ সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা বলেন, এ বছর ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বিভাগভিত্তিক কৃতী তালিকা প্রকাশ করেছে। তাতে, বিজ্ঞান বিভাগে ১৭ জন, কলা বিভাগে ১১ জন এবং বাণিজ্য বিভাগেও ১১ জন কৃতী তালিকায় স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গত, অতীতে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাই বোর্ড পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করত। কিন্তু পাঠ্যক্রম পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে কলা বিভাগেও ছাত্রছাত্রীরা সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনে সক্ষম হচ্ছে।

আজ ফলাফল ঘোষণার পর শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি প্রত্যেকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সর্বোচ্চ রেকর্ড নতুন আক্রান্ত ২৭৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সর্বোচ্চ রেকর্ড হল শুক্রবার। এদিন ২৭৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত এত সংখ্যায় আক্রান্ত হয়নি একদিনে। সরকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ৭১৭৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ২৭৫ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

এই ২৭৫ জনের মধ্যেউত্তর জেলায় ৪৭ জন, ঊনকোটি জেলায় ৬ জন, ধলই জেলায় ৪ জন, খোয়াই জেলায় ২৬ জন, পশ্চিম জেলায় ১০৫ জন, সিপাহীজলা জেলায় ২৬ জন, গোমতী জেলায় ৪৩ জন এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ১৮ জন। এদিন, রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ৩৬৫ জন করোনী রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন।

লকডাউন নিয়ে কঠোর হল প্রশাসন

এদিকে, করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাজ্য জুড়ে চলছে সম্পূর্ণ লকডাউন। কিন্তু এই লকডাউনকে অমান্য করে একাংশ অতিউৎসাহী মানুষ প্রায় প্রতিদিন বিনা প্রয়োজনে রাজধানীর বিভিন্ন বাজারগুলিতে ভিড় জমাচ্ছে। শুক্রবারও রাজধানীর বিভিন্ন রাজধানীর বিভিন্ন বাজার গুলিতে একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। বাজার গুলিতে ক্রেতা বিক্রেতাদের ভিড় এতটাই বেশি ছিল যে কোন কিছুতেই সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকছিল না। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে ময়দানে নামতে হয় পশ্চিম জেলা প্রশাসন ও আরক্ষা প্রশাসনকে।

এইদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক এক করে রাজধানির বিভিন্ন বাজারগুলিতে অভিযান চালানো হয়। বিনা প্রয়োজনে যারা বাজারে এসে ভিড় জমিয়েছে তাদের এবং যারা মাস্ক সঠিক ভাবে ব্যবহার না করে বাজারের এসেছে তাদেরকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এইদিন জরিমানা করা হয়। আবার যারা সরকারী নির্দেশিকা অমান্য করার পরও জরিমানা দিতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে গেছে। সদর মহকুমার ডিসিএম জানান রাজধানীর বাজারগুলিতে যেন সামাজিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমার চালিতাছড়িতে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত যুবকের নাম মিঠুন ত্রিপুরা। জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ মালবাহী ট্রেনটি সাবরুম থেকে আগরতলা থেকে আসছিল। সাব্রুমের এর চালিতাছড়ি এলাকায় এক যুবককে ধাক্কা দেয় ট্রেনটি। ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় ওই যুবক। ঘটনার খবর পেয়ে সাবরুম থানার পুলিশ ছুটে যায়। সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দ্বাদশে পাশের হার ৮০.৮০ শতাংশ লকডাউনের পর মিলবে মার্কশিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ত্রিপুরায় দ্বাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার ৮০.৮০ শতাংশ। গত বছরের প্রায় সমতুল্য। করোনা-প্রকোপে লকডাউনে ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে। শুক্রবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা সাংবাদিক সম্মেলনে এই ফলাফল ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, লকডাউনের কারণে আজই মার্কশিট স্কুলে পৌঁছনো সম্ভব হবে না। তবে লকডাউন সমাপ্ত হলেই ছাত্রছাত্রীরা মার্কশিট পেয়ে যাবে। সে-ক্ষেত্রে উত্তরপত্র পুনঃমূল্যায়নের আবেদনপত্র স্কুলে জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ ১০ অগাস্ট ধার্য করা হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে ১৪ অগাস্টের মধ্যে পর্ষদের কাছে ওই সব আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

আজ পর্ষদ সভাপতি বলেন, করোনা অতিমারিরর কারণে গোটা দেশে লকডাউন জারির পরিপ্রেক্ষিতে কিছু পরীক্ষা ২৩ মার্চ থেকে স্থগিত রাখতে হয়েছিল। তাতে উচ্চমাধ্যমিকের নয়টি বিষয় যেমন আরবি, অর্থনীতি, ভূগোল, হোম ম্যানেজমেন্ট ও নার্সিং, সঙ্গীত, পুষ্টিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সংস্কৃত এবং রাশিবিজ্ঞান। এছাড়া মাধ্যমিক (পুরাতন) সিলেবাসের দুটি বিষয় জীববিজ্ঞান ও ভৌতবিজ্ঞান; মাদ্রাসা আলিম এবং মাদ্রাসা ফাজিলের বেশ কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি। যা পরবর্তী পর্যায়ে ৫ থেকে ১১ জুনের মধ্যে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করেও গোটা রাজ্যে করোনা-র প্রকোপ বৃদ্ধির কারণে স্থগিত রাখতে হয়েছিল। অবশেষে ২৯ জুন এই পরীক্ষাগুলো বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে পরীক্ষাগুলোর ফল প্রকাশে অহেতুক বিলম্ব ঘটেছে, দাবি করেন তিনি।

তিনি জানান, এ বছর উচ্চমাধ্যমিকে মোট ২৭, ১৪৭ জন পরীক্ষার্থী নাম নথিভুক্ত করেছিল। তাদের মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছে ২৬,৪০০ জন। ওই সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ১৩,৪৬০ জন এবং ছাত্রী ১২, ৯৪০ জন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ বছর তফশিলি জাতির ৫,২৭৬ জন, তফশিলি উপজাতির ৬,২১২ জন ও অন্যান্য ১৪,৯১২ জন পরীক্ষা দিয়েছে। তাঁর কথায়, পরীক্ষার্থীর মধ্যে বাণিজ্য বিভাগে ৬৩৬ জন, বিজ্ঞান বিভাগে ৩,১৭৩ জন এবং বিভাগে ২২, ৫৬১ জন পরীক্ষা দিয়েছে। তিনি বলেন, এ-বছর উচ্চমাধ্যমিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্মরত মহিলাদের জন্য ‘হোম স্টে’ ধাঁচে থাকার ব্যবস্থা করবে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত মহিলাদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ‘হোম স্টে’ ধাঁচে থাকার ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরকে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে আয়োজিত সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে এই নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত মহিলাদের কর্মস্থলে কোন ধরণের থাকার ব্যবস্থা নেই তাদের জন্য এই ‘হোম স্টে’ নিরাপদে থাকার আশ্রয়স্থল হবে। পাশাপাশি স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত বিষয় এবং যাতায়াতের সুবিধাগুলিও দেখতে হবে দপ্তরকে। এক্ষেত্রে বেসরকারি আবাসনও ব্যবহার করা যেতে পারে। দপ্তরের এই উদ্যোগ গ্রহণের ফলে কর্মরত মহিলারা খুবই উপকৃত হবে এবং কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন। একই সঙ্গে বেসরকারিভাবেও পরিকাঠামো নির্মাণে অনেকে আগ্রহী হবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সরকার পরিচালিত বিভিন্ন হোমে বসবাসরত আবাসিকদের লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে। যাতে পরবর্তীতে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধলাই জেলায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীনে স্বেচ্ছাসেবকরা বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এক্ষেত্রে জেলার মনু এবং ছামনু ব্লকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাদের নিয়োজিত করতে হবে। এ সকল স্বেচ্ছাসেবকদের সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তুলতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাসুরের দায়ের কোপে গুরুতর আহত গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার থানা এলাকার কাঞ্চননগর সেনপাড়ায় ভাসুরের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন ছোট ভাইয়ের বউ। আহত গৃহবধূকে শান্তিরবাজার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুই পরিবারের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় কমলা রঞ্জন ভৌমিক নামে এক ব্যক্তি বাড়ির সীমানায় গাছ কাটতে গেলে তার ছোট ভাইয়ের বউ তাতে বাধা দেন। সীমানা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। এরই জের ধরে ভাসুর তার ছোট ভাইয়ের বউয়ের গায়ে ধারালো দা দিয়ে আঘাত করেন। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ছোট ভাইয়ের বউ গুরুতরভাবে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে এলাকার লোকজন উদ্ধার করে শান্তিরবাজার হাসপাতালে নিয়ে যান। এ ব্যাপারে শান্তিরবাজার থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। পুলিশ অভিযুক্ত কমলা রঞ্জন ভৌমিককে খুঁজছে। তার বিরুদ্ধে শান্তিরবাজার থানায় মামলা দায়ের করার পর থেকেই ওই ব্যক্তি পলাতক।

মোটর শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হামলায় জাতীয় সড়কে রক্তাক্ত ইঞ্জিনীয়ার সহ শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে কুমারঘাটে কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন শ্রমিকরা। রেহাই পাননি কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত একজন ইঞ্জিনিয়ারও।

কুমারঘাট

ঘটনার বিবরণে জানা যায় , লকডাউন চলাকালে জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল অপেক্ষাকৃত কম থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার দ্রুতগতিতে জাতীয় সড়কের মেরামতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে কাজ চলাকালে হঠাৎ একটি রোগী বিহীন অ্যাম্বুলেন্স আসলে একটু সাইট দিয়ে যাওয়ার জন্য বললে অ্যাম্বুলেন্স চালক রীতিমতো দক্ষ যজ্ঞ বাধিয়ে দেয়। সে উত্তেজিত হয়ে আরো বেশ কিছু সংখ্যক মোটর শ্রমিককে সঙ্গে নিয়ে আসে। জাতীয় সড়কের কাজে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার এবং শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়।

ঘটনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন ইঞ্জিনিয়ার সহ কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার। তিনি জানান কাজ চলাকালে কোনো অ্যাম্বুলেন্স রোগী নিয়ে আসলে ওই অ্যাম্বুলেন্সকে খুব তাড়াতাড়ি পাস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। নির্মাণ কাজে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার এবং শ্রমিকরা এসব বিষয়ে যথেষ্ট দায়িত্বশীল বলেও তিনি দাবি করেন। রোগী ছাড়া খালি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসে অ্যাম্বুলেন্স চালক যেভাবে দক্ষযজ্ঞ দিয়েছে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ঠিকাদারের আরো অভিমত জাতীয় সড়কের মেরামতির কাজ কোনভাবেই অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব নয়।

লকডাউন চলাকালে যানবাহন চলাচল কম থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত জাতীয় সড়ক মেরামতের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই সময়ে জাতীয় সড়ক মেরামত করা হলে একদিকে একদিকে যেমন যানবাহন চলাচলে কোন অসুবিধা হবে না, ঠিক তেমনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাঁশের তৈরি মাস্ক দেখে খুশি মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। স্থানীয় শিল্পীদের বাঁশ দিয়ে তৈরি মাস্ক পড়লেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। এক টুইট বার্তায় ওই শিল্পীদের প্রতিভার প্রশংসা করে বলেন, হস্তশিল্পে তাঁদের দক্ষতা অপরিসীম।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় বাঁশ দিয়ে নানা ধরনের কারুকার্য তৈরি হচ্ছে। দেশে-বিদেশে বাঁশ দিয়ে তৈরি সামগ্রীর ভীষণ চাহিদা রয়েছে। ত্রিপুরায় হস্তশিল্প পর্ষদ তাই করোনা-র প্রকোপ মোকাবিলায় অংশীদার হয়েছে। বাঁশ দিয়ে মাস্ক তৈরি করে সকলকে রীতিমতো চমকে দিয়েছে। অবশ্যই তাতে ত্রিপুরার শিল্পীদের দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।

আজ হস্তশিল্প পর্ষদের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে বাঁশ এবং কাপড়ের তৈরি মাস্ক উপহার দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বাঁশের তৈরি মাস্ক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসুস্থ জাগরণ সম্পাদককে বাড়িতে এসে দেখে গেলেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। অসুস্থ জাগরণ এর সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসকে বাড়ীতে এসে দেখে গেলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। এর আগে তিনি টেলিফোন করেও প্রবীণ সাংবাদিকের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিয়েছিলেন। আজ তিনি প্রবীণ সম্পাদকের বাড়ীতে তাঁকে দেখতে আসেন এবং সম্পাদকের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত অবহিত হন। উল্লেখ্য, জাগরণ সম্পাদক শ্রীবিশ্বাস গুরুতর কিডনি রোগে আক্রান্ত। সপ্তাহে তিন দিন ডায়ালাইসিস করে বেঁচে আছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও টেলিফোনে প্রবীণ সম্পাদকের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন।

আজ দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী অসুস্থ জাগরণ সম্পাদককে দেখতে জাগরণ ভবনে আসেন। খোঁজ খবর নেওয়ার ফাঁকে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীবিশ্বাস শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথকে জানান যে, রাজ্যে কিডনি রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। ডায়ালাইসিস রোগীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু, জিবি বা সরকারী হাসপাতালে কোনও কিডনির ডাক্তার বা নেফ্রোলজিস্ট নেই। এই রাজ্যের মানুষের কাছে জিবি হাসপাতালই ভরসার। সেখানে, সরকারী হাসপাতালে একজন সর্বক্ষণের নেফ্রোলজিস্ট ডাক্তার নিয়োগ করলে রোগীরা অনেক বেশী উকৃত হবেন। শিক্ষামন্ত্রী তখন জানান, এব্যাপারে তিনি আজই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। রাজ্যে ডায়ালাইসিস ইউনিট যেখানে রয়েছে সেখানে সমস্যা রয়েছে, সেগুলি নিরসনে সরকারকে আরও বেশী নজর দিতে শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করেন প্রবীণ সাংবাদিক। রাজ্যের ডায়ালাইসিস ইউনিটগুলিতে অনেক ঘাটতি আছে। যার কারণে রোগীরা বিড়ম্বিত হয়। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রীর নজরে নেবেন বলে জানান।

করোনা ঃ বাংলাদেশে আটকে থাকা ৫২ জন নাগরিক রাজ্যে ফিরলেন

আগরতলা, ৩১ জুলাই (হিঃসঃ)।। করোনা-র প্রকোপে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। তাই, বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশে আটকে থাকা ত্রিপুরার নাগরিকদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। শুক্রবার চতুর্থ দফায় ৫২ জন বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন। তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রাখা হয়েছে।

ইতিপূর্বে বিদেশ মন্ত্রকের সহযোগিতায় প্রথম দফায় বাংলাদেশে আটকে থাকা ১০৬ জন ত্রিপুরার নাগরিক গত ২৮ মে রাজ্যে ফিরে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাদের সংস্পর্শে গিয়ে আগরতলা আইসিপিতে ৬ জন বিএসএফ এবং একজন চিকিৎসক সহ ৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দফায় ২৮৮ জন ত্রিপুরার নাগরিকদের বাংলাদেশ থেকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করেছিল বিদেশ মন্ত্রক। তাদের মধ্যে ১৮ জুন দুই শিশু সহ ১২২ জন ত্রিপুরার জনের দেহে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। হয়েছিল। কিন্তু আজ ৫২ জন বাংলাদেশ থেকে ফায়ার

শুক্রবার বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে ফিরলেন ৫২ জন। আখাউড়া সীমান্তে তোলা ছবি।

নাগরিক এবং ১৯ জুন আরও ১২৩ জন ত্রিপুরার নাগরিক আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে ফিরে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩৪

এদিকে, করোনা-প্রকোপে বাংলাদেশে আটকে থাকা আরও ৭৫ জন ত্রিপুরার নাগরিককে চতুর্থ দফায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা

এসেছেন। এ-বিষয়ে ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-র আগরতলা ম্যানেজার দেবাশীষ নন্দী বলেন, আজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্যকর্মীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বেতন ভাতা দেয়া হবে ঃ আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। স্বাস্থ্য কর্মীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেতন ভাতা প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে বলেছে এক সপ্তাহের মধ্যে আদালতে এফিডেবিট দেওয়ার জন্য।

মূলতঃ সুপ্রিম কোর্টে একটি পিটিশিনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট পাঁচটি রাজ্যকে বলেছে স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত সমস্ত ডাক্তার, নার্স, আশা, এমপিডব্লিও সহ অন্যান্য কর্মীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেতন ভাতা প্রদান করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে, আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বেতন ভাতা প্রদান করা হবে। তবে, সুপ্রিম কোর্টে যে পিটিশন করা হয়েছে তাতে দিল্লী, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজারে ছেয়ে গেছে মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী, সোনামুড়ায় বাজেয়াপ্ত প্রচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। সোনামুরার এসডিএম সোনামুড়া বাজারে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয় সহ অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছেন। এসডিএম সুব্রত মজুমদার জানান তার কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল সোনামুড়া বাজারের বিভিন্ন দোকানে মেয়াদোত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয় সহ অন্যান্য সামগ্রী মজুদ রয়েছে।

সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছেন তিনি। মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী দোকানে মজুদ রাখার দায়ে তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার তাগিদে এক ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন এসডিএম। এদিকে বাংলাদেশ থেকে চোরাই পথে নিয়ে আসা বেশ কিছু সামগ্রী আটক করেন এসডিএম। ওইসব সামগ্রী ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সীমান্তপথে যেকোনো ধরনের চোরাচালান বন্ধ করতে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

সরকারি নির্দেশ অমান্য করে চোরাচালানকারীরা পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে। শুক্রবার বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা বেশ কিছু সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার মধ্য দিয়ে আমরা আর এসডিএম তার প্রমাণ জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। অবৈধভাবে চোরাচালান বন্ধ করা এবং সীমান্ত পারাপার বন্ধ করা সম্ভব না হলে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ আমাদের রাজ্যে আরও বিপজ্জনক আকার ধারণ করতে পারে। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করে সকলকে এসব বিষয়ে সতর্ক হওয়া জরুরি।

শুধুমাত্র সরকারি নির্দেশ এবং প্রায়ই এসব চোরাচালান বন্ধ করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৮৯ ▫ ১ আগস্ট ২০২০ ইং ▫ ১৬ শ্রাবণ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিধ্বস্ত কংগ্রেসে ভরসা রাহুলই

কংগ্রেস কি সত্যিই ঘুরিয়া দাঁড়াইবে? গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্য্যয়ের দায় মাথায় নিয়া দলের সভাপতির পদ হইতে ইস্তফা দিয়াছিলেন রাহুল গান্ধী। সভাপতির পদ হইতে পদত্যাগ করিলেও রাহুলই এখন বিজেপি বা মোদির বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক। অন্যান্য বিরোধী দলগুলি তো নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ হইয়া আছে। কংগ্রেসের তাবড় নেতা ও সাংসদরা এখন বুঝিতে পারিতেছেন রাহুল গান্ধী ছাড়া দল উজ্জীবিত হইতে পারে না। সম্প্রতি রাজ্যসভার সাংসদদের সঙ্গে সোনিয়া গান্ধীর বৈঠকেও এই মর্মেই সাংসদরা দাবী জানাইয়াছেন। আসলে কংগ্রেস তো রাজনৈতিকভাবে কোনঠাসা হইয়া আছে। আর একমাত্র রাহুল গান্ধীই লাগাতর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করিয়া চলিয়াছেন একের পর এক ইস্যুতে। বিশেষ করিয়া চিনের অনুপ্রবেশ এবং অর্থনীতির মন্দা। বিজেপি পাল্টা রাহুলকে আক্রমণ করিলে রাহুলও নাছোড়। কৌশল করিয়া এমন সব প্রশ্ন রাহুল করিতেছেন যাহা প্রধানমন্ত্রী মোদির অশ্বস্তি বাড়াইয়াছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানত অর্থনীতি এবং চিনের সঙ্গে ভারতের সংঘাতের আবহ সত্যিই যে বিজেপিকে বিধ্বস্ত করিয়াছে বা প্রধানমন্ত্রীকে কোনঠাসা করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া রাহুল আরও তীব্র করিয়াছেন আক্রমণ। রাহুলের অভিযোগ নোট বাতিল হইতে লকডাউন নিয়া। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। রাহুলের এই আক্রমনাত্মক ভূমিকায় কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা অনেক বেশী উজ্জীবনী শক্তি পাইয়াছেন। আর এজন্যই এইবার সরাসরি রাহুলকে সভাপতি পদে বসাইবার দাবী জোরদার হইয়াছে। সম্প্রতি, বিশেষ করিয়া জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং শচীন পাইলটকে নিয়া রাহুলের অবস্থান ছিল যথেষ্ট কঠোর। একবারও তিনি দুই নেতাকে দলে থাকিতে কিংবা বিদ্রোহ হইতে সরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করেন নাই। বরং রাহুল ছিলেন যথেষ্ট কঠোর ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি বলিয়াছেন আমাদের উজ্জীবিত টিম তৈরি করিতে হইবে। এই লড়াইয়ে রাজ্যে রাজ্যে যুবকরা আগাইয়া আসুন। আর যাহারা থাকিতে চায় না তাহারা চলিয়া যাইতেই পারে। এইভাবে কঠোর মনোভাব নিতে দেখা যায় নাই কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে।

জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের যথেষ্ট শক্তি ক্ষয় হইলেও এখন বিরোধী শক্তি হিসাবে এই প্রচীন দলই জাগিয়া আছে বলা যাইতে পারে। অন্যান্য বিরোধী দলগুলি কার্য্যত নিদ্রিত। দেশের বিপন্ন অবস্থাতেও তাহাদের মুখে কোনও রা নাই। ফলে, দেশবাসীর মনে কংগ্রেস সম্পর্কে দরদ বাড়িবার সুযোগ আছে। রাহুলের পদত্যাগের পর সোনিয়া গান্ধীই আবার দলের হাল ধরিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা দলকে চালাইয়া নেওয়া কতখানি সম্ভব তাহা বলা মুশকিল। সোনিয়া অসুস্থ হইয়া এখন হাসপাতালে ভর্ত্তি। এই সন্ধিক্ষনে রাহুলকে কংগ্রেস সভাপতি পদে পুনরাভিষেক ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর নাই একথা দলের নেতা কর্মীরা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। রাহুল নিজের জনপ্রিয়তা কতখানি সেই পরীক্ষায় অসফল হইয়াছেন। অতীতের ঘটনা সমুহ তাহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে তাঁহার নেতৃত্বের ব্যর্থতা প্রকট হইয়াছে। এক সময় দাবী উঠিয়াছিল রাহুল লাও দেশ বাচাও। কিন্তু রাহুল আসিয়া দলকে বাঁচাইতে পারিলেন না। দেশ বাঁচাইবেন কি করিয়া? কংগ্রেসের এই নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগ বিজেপি পুরো মাত্রায় নিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর ইহাও সন্দোহ নাই যে, কংগ্রেস বিভিন্ন দলকে নিয়া জোট গড়িতেও ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ বিভিন্ন দল নিজের দলের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতেই অভ্যস্ত। তৃণমূল কংগ্রেস ঘোর বিজেপি বিরোধী হইলেও কংগ্রেসের সঙ্গে সখ্যতায় নারাজ। এইভাবে বিভিন্ন বিরোধী দল কংগ্রেসকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অনীহা দেখাইয়াছে। আজ সত্যিই বিরোধী দলগুলির অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন আসিয়া গিয়াছে। উত্তর প্রদেশে মায়াবতী ও অখিলেশ তো মুখে কুলুপ আঁটিয়াছেন। তাহারা যোগীর ভয়ে কম্পমান। অন্যদিকে কংগ্রেস যে রাজ্যে ক্ষমতায় আছে সেখানেই ঘোড়া কেনাবেচার ঘটনা গণতন্ত্রের, রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতাকে ভাঙ্গিয়া চৌচির করিয়া দিতেছে।

আজ কংগ্রেস যদি ঘুরিয়া দাঁড়ায়, রাহুল যদি আরও পরিপক্ক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হইয়া উঠেন তাহা হইলে প্রাচীন এই দল হয়তো প্রাণ শক্তি ফিরিয়া পাইবে। সোনিয়া অসুস্থ। এই অবস্থায় রাহুলকে কংগ্রেসের হাল ধরিতে হইবে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ উঠিলেও রাহুলের জনপ্রিয়তা তাহাকে ম্লান করিয়া দিতে হইবে। জওহর লালোর পর ইন্দিরা। ইন্দিরার পর রাজীব এখন রাহুলই ভরসা। কংগ্রেসের এই ট্রেডিশান মুক্ত হওয়া অসম্ভব। রাজীবের মৃত্যুর পর নেহেরু পরিবার রাজনীতির বাইরে কাটাইয়াছেন। কিন্তু দলের নড়বড়ে অবস্থায় বাধ্য হইয়া সোনিয়াই প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগ দেন। ভাঙ্গা নৌকার হাল ধরেন। আজ অসুস্থতার কারণে সোনিয়া এখন হয়ত রাজনৈতিক নির্বাসনে যাইতে পারেন। কিন্তু পুত্র রাহুলকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসাইবার স্বপ্ন হয়তো সোনিয়া দেখিতে পারেন। এখনও রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস বাঁচিয়া আছে, একেবারে মরিয়া যায় নাই।

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কিত বৈদেশিক নীতি” নিয়ে ভার্চুয়াল অধিবেশন

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি. স.) : শুক্রবার কলকাতা চেম্বার অফ কমার্স (সিসিসি) আয়োজিত ”বর্তমান পরিস্থিতি তে ফরেন পলিসি” শীর্ষক একটি বিশেষ ভার্চুয়াল অধিবেশন আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে, ভারত সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক সচিব, রাহুল ছাবড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে যোগ দেন। ছাবড়া ভারতীয় বিদেশী পরিষেবার ১৯৮৭ ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বর্তমানে কেনিয়ায় ভারতের হাই কমিশনার। এই অধিবেশনে রাহুল ছাবড়া ”বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদেশি নীতি” সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রেখে একটি উপস্থাপনা করেন। সিসিসির এই বিশেষ অধিবেশনকে সম্বোধন করে রাহুল ছাবড়া, বলেন যে বর্তমানে করোনার মতো মহামারী পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাই পরিচিত। এটি বিশ্বের জন্য চ্যালেঞ্জিং সময়।করোনার মহামারীর এই সংকটে ভারত সরকার স্বনির্ভরতার উপরে বিশেষ জোর দিচ্ছে। তিনি বলেন যে বিশ্ব আজ ভারতের দিকে নজর দিচ্ছে। করোনার ভাইরাস সংকটের যুগে ভারত চিকিতা,কূটনীতি থেকে একটি বড় ভূমিকা নিয়েছে। প্যারাসিটামল এবং হাইড্রোক্সাইক্লোরোকুইন সহ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ভারত প্রায় ১০০ থেকে ১২৫ টি দেশে ওষুধ পাঠিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে এতগুলি দেশ ভারত থেকে উপকৃত হয়েছে।অনুষ্ঠানে কলকাতা চেম্বার অফ কমার্সের চেয়ারম্যান ও নির্বাহী কমিটির সদস্য মাধব সুরেকা এবং কলকাতা চেম্বার অফ কমার্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মনোজ মোহনকা উপস্থিত ছিলেন।

ধর্মতলা থেকে দূরপাল্লার বাসের শুরু হল থার্মাল স্ক্রীনিং

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি স): রাজ্যজুড়ে ক্রমাগত বাড়ছে করোনা হানা। করোনা আতঙ্কে চিন্তার ভাঁজ সকলের মনে। তবে, সংক্রমণ এড়াতে তৎপর প্রশাসন। আর তাই শুক্রবার ধর্মতলা থেকে দূরপাল্লার সরকারি বাসে শুরু করা হল থার্মাল স্ক্রীনিং। কিছুদিন আগেই দুর্গাপুর থেকে করুনাময়ী গিয়েছিলেন এক যুবক। কিন্তু সরকারি বাসে নেই থার্মাল স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা। সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ওই যুবক। এর পরেই সরকারি বাসের থার্মাল স্ক্রিনিংয়ে সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন। এদিন থেকে দূরপাল্লার সরকারি বাসে শুরু হল থার্মাল স্ক্রিনিং। ধর্মতলা থেকে বাসে ওঠার আগে প্রত্যেক যাত্রীকে থার্মাল স্ক্রীনিং করে তাপমাত্রা দেখে তবেই বাসে উঠতে দিচ্ছে বাসের কন্ডাক্টার।

মাতৃভাষায় কেন শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন গুরুদেব এবং বাবা সাহেব আম্বেদকর

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নতুন শিক্ষানীতি —২০২০ ঘোষণা করা হয়েছে।এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিতর্ক হবে।তবে এটি একটি বৃহত এবং গুরুত্বপূর্ণ দিকে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, নতুন শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষা, স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বলা হয়েছে।এটি অষ্টম শ্রেণী বা তার বাইরেও বাড়ানো যেতে পারে। বিদেশী ভাষার অধ্যয়ন সেকেন্ডারি স্তরে এসে করা হবে।নতুন শিক্ষানীতিতে আরও বলা হয়েছে যে কোনও ভাষা শিক্ষার্থীদের উপর চাপ প্রয়োগ করা হবে না।

এটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুটিকে যখন তার ভাষায় সবচেয়ে আরামদায়ক ভাবে শেখানো হয় তখনই তা সে গ্রহণ করে। যখনি তাকে মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষায় পড়ানো হয়, তখনই গণ্ডগোল শুরু হয়। যে শিশুরা শুরু থেকেই তাদের মাতৃভাষায় পড়াশোনা শুরু করে, তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতির সম্ভাবনা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে।এর অর্থ, বাচ্চারা ঘরে বসে তাদের বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধুদের সাথে যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষায় লেখাপড়া করলে তাদের আরও সুবিধে হয়। কিন্তু কয়েক দশক ধরে, ইংরেজির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের লেখাপড়া করার প্রবণতা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মহামারী আকার ধারণ করেছে। আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে জম্মু ও কাশ্মীর এবং নাগাল্যান্ড তাদের সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম ইংরেজি? মহারাষ্ট্র, দিল্লি, তামিলনাড়ু, বাংলাসহ আরও কয়েকটি রাজ্যে শিক্ষার্থীদের এই বিকল্প দেওয়া হয়েছিল যে তারা ইংরেজিকে তাদের পড়াশোনার মাধ্যম হিসাবে রাখতে পারে।তাই, তাদের মাতৃভাষা থেকে সরানোর জন্য সরকারী পর্যায়ে চেষ্টা করা হয়েছিল।তবে এই পরিস্থিতি এখন শেষ হবে।যে কোনও দেশ কেবল তখনই এগিয়ে যেতে পারে যখন তার শিশুরা নিজেদের মাতৃ ভাষায় অধ্যয়ন শুরু করার সুযোগ পায়।বাচ্চাদের নিজের বাড়িতে তাদের মা- বাবা এবং দাদা-দাদীর কাছে যে ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করে সেই ভাষায় যদি নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান দেওয়া যায় তবে তার থেকে ভালো কিছুই হতে পারে না।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিত্বদের মধ্যে এমন অনেককেই পাবেন যারা নিজেদের প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে প্রথম রাষ্ট্রপতি ড় রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং বাবা সাহেব আম্বেদকরের মত ব্যক্তিত্বরা।গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক পড়াশোনা উত্তর কলকাতায় তাঁর বাড়িতে শুরু হয়েছিল। তাঁর পরিবারে বাংলা ভাষা বলা হত।তিনি যে স্কুলে ভর্তি হন, সেখানে বাংলাও ছিল শিক্ষার মাধ্যম।অর্থাৎ বাংলার ভূমির ভাষা।দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড় রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা বিহারের সিওয়ান জেলার জিরাদেই গ্রামে

পেয়েছিলেন।সেখানে ইংরেজির কোনও চিহ্নই ছিল না।তিনি স্কুলে হিন্দি, সংস্কৃত এবং ফারসি অধ্যয়ন করেছিলেন।তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন।বাবা সাহেব তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা মহারাষ্ট্রের সাতার একটি সাধারণ স্কুল থেকে পেয়েছিলেন. শিক্ষার মাধ্যমটি ছিল মারাঠি।ভারতের শীর্ষ প্রকৌশল ও পরিকাঠামো খাতে পরিচালিত লারসেন অ্যান্ড টুব্রোর চেয়ারম্যান এভি নায়েক দক্ষিণ গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত।তিনি তাঁর ইন্ধল গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি গুজরাটি, হিন্দি, সামাজিক জ্ঞানের মতো বিষয় পঞ্চম পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।অষ্টম শ্রেণিতে আসার পরে ইংরেজির সাথে তাঁর যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। টাটা গ্রুপের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নাটারাজন চন্দ্রশেকরনের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। তারপরে কয়েকটি সংবাদপত্র তাঁর জীবন প্রবর্তনের সময় লিখেছিলেন যে চন্দ্রশেকরনজী তাঁর স্কুল পড়াশুনা করেছিলেন তার মাতৃভাষা তামিলে।তিনি ত্রিছির আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। এই তথ্য নিজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।এই তথ্যগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণ তামিল ভাষায় যারা স্কুল শিক্ষা গ্রহণ করেছে তারা পরবর্তীকালে ইংরেজিতে সমান দক্ষতা অর্জন করে এবং সফল হয়। এড গুরু এবং গীতিকার প্রসূন জোশির পিতা উত্তর প্রদেশের সরকারী বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার ছিলেন। এক জায়গা থেকে অন্যত্র তাকে বদলি হতে হতো। এ কারণে, প্রসূন মিরাট, গোপেশ্বর, হাপুর, বগরও ইত্যাদির সরকারী বিদ্যালয় খাঁটি হিন্দির মাধ্যমে স্কুল শিক্ষার অর্জন করেছিলেন।তিনি জানিয়েছেন যে হিন্দি ভাষা স্কুলে যদি না শিখতে তবে আজ বিজ্ঞাপন জগতে তিনি এত সফল হতে পারতেন না।

ভারতে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনা করার অন্ধ দৌড়ের কারণে বেশিরভাগ শিশু সত্যিকারের পড়াশুনার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সমস্যাটি হ’’ল বেশিরভাগ ইংরেজী মাস্টাররা নিজেই ইংরেজি ব্যাকরণ সম্পর্কে সচেতন নন।তবে, আপনি তখনই আসল শিক্ষা উপভোগ করতে পারবেন যখন আপনি আপনার মাতৃভাষায় পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করেছেন। আমি এই জাতীয় ভাগ্যবানদের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত এবং এতে আমি গর্বিত। এটি স্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন ইংরেজির বিরুদ্ধে কোনও বিরোধিতা নেই।ইংরেজি শিক্ষা বা পড়াশোনা নিয়েও আপত্তি নেই। বিষয়টি হ’’ল আমরা নিজেদের মাতৃভাষা সেটা হিন্দি, তামিল, বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়া, তেলুগু, মালায়ালাম, মারাঠি, গুজরাটিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য কবে গুরুত্ব দিয়ে ভাববো।এখন নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের সাথে সাথে পরিস্থিতি বদলে যাবে।এখন অবধি আমরা শিশুদের সঠিক উপায়ে শিক্ষা দিচ্ছিলাম না।হ্যাঁ, তারা লেখাপড়ার নামে শংসাপত্র পেয়েছে।শিক্ষা মানে জ্ঞান। বাচ্চা কোথায় জ্ঞান পেল? আমরা তাদের কাজের জন্য প্রস্তুত রাখছি।দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্কুল বা কলেজগুলিকে চাকরি পাওয়ার সোপান ছাড়া আর কিছুই ভাবি না। স্কুলে, মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় বাচ্চাদের পড়াতে তাদের প্রতি অবিচার ছাড়া আর কি হতে পারে।এটি মানসিক নির্যাতনের সমান।শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত? তিত্তরিয় উপনিষদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে, শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য হ’’ল শিশুকে মানুষ করা, দ্বিতীয়, তাকে একজন ভাল নাগরিক এবং তৃতীয়, পরিবারকে লালন পালন করা এবং চূড়ান্ত সুখ অর্জন করা। আমাদের সংস্কৃতিতে জীবনের এই চারটি উদ্দেশ্য, ধর্ম, অর্থ, কাজ, মুক্তি এই উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তি। উপরোক্ত লক্ষ্যগুলি কি আমাদের দেশের কোটি কোটি বাচ্চা যে শিক্ষা গ্রহণ করে আসছে তা অর্জন করছে? না।এখানে ব্যবসা বা চাকরিই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য।আমরা যখন এ জাতীয় চিন্তাভাবনা নিয়ে শিক্ষার প্রচার করি তখন মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করা স্বাভাবিক। তবে এখন মনে হচ্ছে পরিস্থিতি বদলে যাবে।হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা কমাতেই হবে

সুনীল মুখোপাধ্যায়

পরিযায়ী শ্রমিকরা আবার কাজের জায়গায় ফিরে যেতে শুরু করেছে। এখনও সংখ্যায় হয়ত কম। তবে প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে। আর তা শুরু হয়েছে এমন এক সময়ে যখন করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যার রেখাচিত্র উত্তরগামী অর্থাৎ ঊর্ধ্বগামী। কেউ জানে না সেই রেখাচিত্রটি কবে দক্ষিণগামী বা নিম্নগামী হবে। করোনার ভয় উপেক্ষা করে এরা যে ফিরে আসছে তার নানা কারণ হতে পারে। তবে একটা কারণ অভিন্ন-জীবিকার সন্ধান। আর সেটাই সবচেয়ে বড় কারণ।

লকডাউনের ফলে শহরে কাজ হারিয়ে গ্রামে ফিরে যাওয়া মানুষগুলোর অনেককেই গ্রামবাসী আত্মীয়স্বজনরা বুকে টেনে নিয়েছে, দাঁড়িয়েছে তাদের পাশে। তবে সবাই তো আর ততটা ভাগ্যবান নয়। বরাবরের মতো অনেকেই এবার আর আপন করে নিতে পারেনি। তার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। অন্যান্যবার তারা ফিরেছে টাকা পয়সা, উপহার নিয়ে। এবার ফিরেছে বিপর্যস্ত, রিক্ত হয়ে খালি হাতে। তখন তারা ছিল পরিবারের মদতদাতা, এবার আশ্রয় ও সাহায্যপ্রার্থী। তফাৎটা মৌলিক। তারা এবার শুধু অন্নেই ভাগ বসাতে আসেনি, গ্রামে যতটুকু কাজের সুযোগ আছে তাতেও ভাগ বসাতে এসেছে। স্পষ্টতই অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত ভাগীদার। প্রতিযোগীও।

একটা কথা ভুললে চলবে না। এই পরিযায়ী শ্রমিকরা প্রধানত এসেছে দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামঞ্চল থেকে। সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া সামাজিক বর্গ থেকে--- তপশিলি জাতি উপজাতি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি এবং মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে। এদের বেশিরভাগই লিখতে পড়তে পারে না, পারলেও কাজ চালানোর মতো নয়। এরা অদক্ষ, গ্রামে জমি-জিরেতও নেই। তাই এদের পরিবারের যারা শহরে কাজ হারিয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে তাদের মদত দেবার সদিচ্ছা থাকলেও, আর্থিক সামর্থ্য নেই।

আগের তারা যখন প্রথম গ্রাম থেএক শহরে ও শিল্পঞ্চলে গিয়েছিল, তখন চোখে ছিল স্বপ্ন, সুখী-স্বচ্ছল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। শুধু নিজেদেরই নয় আত্মীয় পরিজনদেরও। এবার ফিরে যাচ্ছে ভগ্নহৃদয়ে। গ্রামে তারা ব্রাত্য, অনাকাঙ্ক্ষিত। তাই জীবনের মায়া না করেই তাদের ফিরে যেতে হচ্ছে দুঃস্বপ্নের নগরীতে জীবিকার খোঁজে। যদিও তারা জানে না পুরনো কাজ ফিরে পাবে কিনা, যে জায়গাটা তারা ফেলে গিয়েছে অন্য কেউ সেই ফাঁকা জায়গাটা দখল করে নিয়েছে কিনা। কিছু কলকারখানা দোকানপাট খুলছে। অর্থনৈতিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে, যদিও খুব ধীর গতিতে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কোনো কোনো অঞ্চলের জমির

মালিকদের একনই মজুরের প্রয়োজন খরিফ ফসল বোনার জন্য। তারা নিজেদের প্রয়োজনেই প্রধানত উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে মজুরদের নিয়ে আসছে ট্রাকে করে। কিন্তু সবাই তো আর ততটা ভাগ্যবান নয়। তারা জানে না, পুরনো মালিক আবার তার কারখানা, দোকান ইত্যাদি চালু করতে পেরেছে কিনা। ফিরলেও তারা কাজ পাবে কিনা।

শহাঞ্চলে কাজের অবস্থার এখনও তেমন উন্নতি হয়নি। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সিএমআইই) অর্থনীতি নিয়ে গবেষণার একটা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। তার মতামতের মূল্য আছে তাদের দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন মাসের তুলনায় জুলাইয়ের প্রথম ভাগে পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হলেও বলার মতো কিছু নয়।

ওই সংস্থার মতে, গ্রামাঞ্চলে কাজের সুযোগ জুলাইয়ের গোড়া থেকে কিছুটা বেড়েছে। এর একটা বড় কারণ, সরকার একশো দিনের কাজের প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম হলেও বেশ কিছুটা বাড়িয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, দেশজুড়ে এ বছর এখনও পর্যন্ত বৃষ্টি ভালো হয়েছে এবং খরিফ ফসল বোনার কাজ শুরু হয়েছে।

ঠিক এই দুটি কারণে গ্রামভারতে কাজের সুযোগ বাড়ছে এবং আশা করা যায় আগামী মাস দুয়েক কৃষিকাজ বেশি থাকবে। কিন্তু শহরাঞ্চলে কাজের সুযোগ বাড়ার তেমন কোনো জোরদার ইঙ্গিত এখনও পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। সিএমআইই-র ওই রিপোর্টে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে---‘হুট করে লকডাউন ঘোষণা করায় আবার দেশের বিভিন্ন শহরে হুট করে লকডাউন তুলে দেবার ফলে সুষ্ঠুভাবে অর্থনীতি চাঙা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জিনিসপত্রে দাম সমানে বেড়ে চলেছে। এতে সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন। পণ্যের খুচরো মূল্য সূচক বাড়ছে ৬ শতাংশেরও বেশি হারে। অথচ কমছে পাইকারি মূল্য সূচক। আর সমানে বাড়ছে খুচরো ও পাইকারি মূল্য সূচকের মধ্যে ফারাক। ফারাকটা ৯ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এরকমটা হবার কথা নয়, তবু হচ্ছে। কেন? সিএমআইই-র মতে, এই অস্বাভাবিক ফারাকটা এই অতিমারির সময় খুচরো ব্যবসায়ীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, বিশেষ করে খাদ্যশস্য বিক্রি করে দেদার মুনাফা কামিয়েছে। অন্যদিকে দেশজুড়ে লকডাউনের ফলে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন ও দাম উভয়ই কমেছে।

এই প্রসঙ্গে, উভয় সূচকের অধীনে কোন কোন পণ্য আছে তা দেখলেও ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। খুচরো মূল্য সূচকের প্রায় অর্ধেকটাই খাদ্যসামগ্রী, আর পাইকারি মূল্য সূচকের ৬৫ সতাংশই শিল্পজাত পণ্য। তবে শুধু এটুকু থেকে গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে না। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমলেওষ আমাদের সরকার তেলের ওপর শুল্ক সমানে বাড়িয়ে গিয়েছে। ফলে দেশের বাজারে তেলের দাম বেড়েছে। আমদানি করা তেলের দাম ধরা হয় পাইকারি মূল্য সূচকে, আর দেশের যোগাযোগ ও পরিহবণের খরচটা ধরা হয় খুচরো মূল্য সূচকে।

মানতেই হবে, করোনার টিকা বের হতে এখনও অনেক সময় লাগবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চলতি আর্থিক বছরে (২০২০-২১) বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধি-হার নেমে যাবে ৭.৫ শতাংশ। দেশের জিডিপি কমবে আরও বেশি হারে। এরকম অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চলতি আর্থিক বছরে সুদের হার আরও অনেকটা কমিয়ে দিতে পারে। হয়ত আগামী অক্টোবরেই কিছুটা কমাবে। কর্তারা ভাবছেন, সুদের হার কমালে হয়ত লগ্নি বাড়বে। গত দু’তিন বছরের কয়েকবার সুদের হার কমালেও পুঁজিপতিরা লগ্নি করেননি। চাহিদা না থাকলে লগ্নি করবেন, এমন নির্বোধ তাঁরা নন। মাঝখান থেকে মারা পড়বেন ব্যাঙ্কের সুদের উপর নির্ভরশীল মানুষেরা, বিশেষ করে পেনশনহীন বরিষ্ঠ নাগরিকরা। তবে সরকার চাইলে ব্যাঙ্ক থেকে এই কম সুদে ঋণ নিয়ে পরিকাঠামো তৈরি, বিশেষ করে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো তৈরির কাজে টাকা ঢালতে পারে। কিংবা গরিব মানুষদের সরাসরি নগদ টাকা দেবার ব্যবস্থা করতে পারে। পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে কাজের খোঁজে আবার শহরে ফিরে আসার ঝোঁক বাড়তে পারে। যতদিন না শহরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। ততদিন এই ঝোঁকটা কমানোর উদ্যোগ সরকারকে নিতে হবে। তার জন্য একশো দিনের কাজের প্রকল্পে আলো লগ্নি করে, এই কর্মসূচিকে আরো প্রসারিত করার এবং তা দিয়ে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নত করলে তা মদত জোগাবে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতিতে। দ্বিতীয়ত সবার জন্য রেশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে যাতে করে গ্রামের সব গরিব মানুষ সস্তায় রেশনে খাবার, তেল, নুন, কেরসিন ইত্যাদি পায়। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবন্টন দফতরের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, জুলাই মাসের গোড়াতে দেশে চাল-গমের মজুতের পরিমাণ ছিল ৯৪৪ লক্ষ টনেরও বেশি। এই মজুত উভয় কর্মসূচিতেই কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমন কাজে লাগানো যেতে পারে শহরাঞ্চলেও সর্বজনীন রেশন ব্যবস্থা চালু করার কাজে।

যারা শহরে বা শিল্পাঞ্চলে কাজের খোঁজে ফিরে আসছে তাদের অনেকেরই শহরে রেশন কার্ড নেই। এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে ব্যাঙ্কের এটিএম কার্ডের মতো রেশন কার্ডও দেশের সর্বত্র ব্যবহার করার কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। তবে সর্বজনীন রেশন ব্যবস্থা চালু করাই হবে সেরা ব্যবস্থা কেননা শহরবাসীদের অনেকেরই রেশন কার্ড নেই। গ্রামের একশো দিনের কাজের প্রকল্পের মতো শহরেরও শিল্পাঞ্চলের গরিব ও মেহনতী মানুষদের জন্য ও একশো দিনের কাজের প্রকল্প চালু করা একান্ত প্রয়োজন। একটা কথা জোর দিয়ে বলা যায়, শহরের গরিবদের জন্য যদি এই ব্যবস্থা চালু থাকতে তাহলে পরিযায়ী শ্রমিকদের লকাডাউনের জন্য এত দুঃখকষ্ট সহ্য করে গ্রামে ফিরে যেতে হত না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার কল সেন্টার পরিদর্শন করেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

পাঞ্জাবে বিষ মদের বলি ২১ জন, ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

চণ্ডীগড়, ৩১ জুলাই (হি. স.): পাঞ্জাবে বিষ মদের বলি ২১ জন। বুধবার থেকে শুক্রবার এপর্যন্ত পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ২১ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। একইসঙ্গে, বেআইনি মদের সমস্ত ভাঁটি ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

করোনা মহামারী আবহেও নেশায় লাগাম পরেনি। কাজ মিলছে না। ফলে পকেটে অর্থের টান। তাই ভরসা দেশি মদে। কিন্তু সেটাই যে বিষ হয়ে উঠবে তা বোধহয় অনেকেই ভাবতে পারেননি। পুলিশ সূত্রে খবর, গত বুধবার থেকে বিষ মদ খেয়ে একের পর এক মৃত্যু হচ্ছে অমৃতসর, গুরুদাসপুর এবং তরন তারনে। অমৃতসরের তারসিক্কার মুচ্ছল এবং তাংরা গ্রামে প্রথম ৫ জনের মৃত্যু হয়। অন্য জেলাও মৃত্যু মিছিল অব্যহত। শুক্রবার আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১। খবরটি প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। খবর যায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও। কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এদিন ট্যুইটারে মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং জানান, 'অমৃতসর, গুরুদাসপুর এবং তরণ তারনে বিষমদ খেয়ে অনেকের মৃত্যু হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। আমি এই ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। জলন্ধর ডিভিশনের কমিশনার এই তদন্ত করবেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সিনিয়র পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করবেন তিনি।"

প্রাক্তন সাংসদ ও বিধায়ক নিখিলানন্দ সরের মৃত্যু, টুইটে শোক মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি. স.) : শুক্রবার প্রয়াত হলেন সিপিএম-এর বর্ষীয়ান নেতা নিখিলানন্দ সর। বয়স হয়েছিল ৮৪। তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। জন্ম বর্ধমানে, ১৯৩৬-এর ৩০ জুলাই। তিনি রাজনীতির এক বর্নময় চরিত্র ছিলেন।তাঁর সাহস ও লড়াকু মেজাজ ও জমির আন্দোলনে ভুমিকা রুপকথার গল্পের মতো। ১৯৬৯-'৭২ এবং ১৯৭৭ থেকে '৯১ তিনি মঙ্গলকোটের বিধায়ক ছিলেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০৯ ছিলেন বর্ধমান কেন্দ্রের লোকসভা সদস্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইটে তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে তাঁর পরিবার ও দলীয় কর্মীদের সহমর্মিতা জানিয়েছেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অসম পুলিশে করোনা পজিটিভের সংখ্যা বেড়ে ১,৪২৬, রাজ্যে প্রয়াত আরও চার

গুয়াহাটি, ৩১ জুলাই (হি.স.) : অসম পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার আধিকারিক ও কর্মীদের ওপর অতিমারি করোনা ভাইরাস থাবা বসিয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৪২৬ জনে। এদিকে আজ শুক্রবার আরও চার কোভিড-১৯ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের নিয়ে রাজ্যে এ পর্যন্ত কোভিডের হামলায় মোট ১০০ জনের মৃত্যু ঘটেছে। আজ যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা যথাক্রমে হোজাইয়ের মানিক সাহা (৬৮), কামরূপ মেট্রোর মিনু বণিক (৩০), যোরহাটের গোপাল দাস (৬৮) এবং ডিব্রুগড়ের বিজয় সরকার (৫৯)। কিছুক্ষণ আগে টুইট করে এই দুঃসংবাদ দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

অসমের অতিরিক্ত পুলিশপ্রধান (আইন-শৃঙ্খলা) জিপি সিং ট্যুইট করে জানিয়েছেন, বিভাগীয় কর্মীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৪২৬-এ। তিনি আক্রান্তের মধ্যে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যাও উল্লেখ করেছেন। মোট আক্রান্ত পুলিশ কর্মীদের মধ্যে ১,০৪৮ জন সুস্থ হয়েছেন। কোভিড যোদ্ধা পুলিশ ও করোনা পজিটিভের পর সুস্থ হওয়া পুলিশ কর্মীদের বিভাগীয় তরফে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। তবে অতিমারি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত চার পুলিশ কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। প্রসঙ্গত বৃহস্পতিবার অসমে নতুন করে ২,১১২ জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার পর রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮,৪০৭ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে, গতকাল অসমে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত আরও ১,২৪৮ জন রোগী সুস্থ হয়ে ওঠার পর হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছেন। রাজ্যে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট ২৯,০৮০ জন রোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে রিলিজ নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। অসমে বর্তমানে সক্রিয় রোগী ৯,২৩০ জন।

আলিপুরদুয়ারে করোনা সংক্রামিত হয়ে মৃত তিন

আলিপুরদুয়ার, ৩১ জুলাই (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারে করোনায় সংক্রামিত হয়ে তিন জনের মৃত্যুর খবর মিলল। এর মধ্যে একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা।

মৃতদের একজনের বাড়ি আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লকের শামুকতলা এলাকায়। আরেকজনের বাড়ি আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় এবং অপরজনের বাড়ি কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়ায়। তবে প্রথম দুই জনের মৃত্যুর খবর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর স্বীকার করলেও দলসিংপাড়ার মৃত্যুর বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর কিছু জানায়নি।শুক্রবার হাসিমারা বায়ুসেনা হাসপাতালে দলসিংপাড়ার মহিলার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর লালা নেওয়া হয়। সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এই বিষয়টি অবশ্য হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁরাই মৃতদেহ দাহ করার উদ্যোগ নেয়। এদিকে শুক্রবার আলিপুরদুয়ারে নতুন করে সাত জনের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। সংক্রামিতদের প্রত্যেককেই সেফ হাউসে রাখা হয়েছে।

সংবিধানকে বেশি মাত্রায় ব্যবহার করতে ধনকরের ওপর নির্ভর করব : রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি. স.) : "আগামী বছরের সাধারণ নির্বাচনকে দেশের বাকি অংশের মতো রক্তপাতহীন করতে, পবিত্র সংবিধানকে বেশি মাত্রায় ব্যবহার করতে আগামী বছরেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে উনি সক্ষম হবেন সাধারণ নাগরিক হিসেবে এই কামনা করা যেতেই পারে।" পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে মাননীয় জগদীশ ধনকর একবছর পূর্ণ উপলক্ষে এই মন্তব্য করলেন শিক্ষাবিদ তথা জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সংস্থার প্রাক্তন রাজ্য কার্যকরী সদস্য অধ্যাপক ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার রঞ্জনবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, এত স্বল্প সময়ে যে পরিমাণ ঘটনাবহুল বিতর্ক তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, তা অপর কোনও রাজ্যপালকে কেন্দ্র করে অতীতে বাংলায় হয়েছে কিনা, জানা নেই। অথচ মানুষটির হাসি ভরা মুখমণ্ডলে তার কোনও ছাপও চোখে পরে না। এক বছর ধরে যে বিতর্ক, নিন্দা, প্রশংসা, সমর্থন, সমালোচনা তাঁকে যে পরবর্তীতে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে, তাঁর উদ্বেগহীন মুখমণ্ডলে সেই বার্তা সর্বদাই প্রতীয়মান। গতবছর শ্রদ্ধেয় কেশরী নাথ ত্রিপাঠি মহাশয়ের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে এই রাজভবনে যখন তিনি প্রবেশ করলেন, তখন অধিকাংশ রাজনৈতিক পক্ষই এটিকে রুটিন মাফিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে অঙ্গ রাজ্যে রাজ্যপাল প্রেরণ ব্যবস্থাটিকে কংগ্রেস সরকার তথা গান্ধী-নেহেরু পরিবার একটি প্রহসনে পরিণত করেছিলেন। ইংরেজ আমলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসকদের বাসভবনে তারা দলদাস প্রেরণ করতে শুরু করেছিলেন। দুই-একটি বিরোধী অ-কংগ্রেসি রাজ্যে তারা সরাসরি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে দিতেন, সেখানেও রাজ্যপালদের ভূমিকা বেশি কিছু ছিল না।নব্বই এর দশক থেকে আরও যে প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল, তা হল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান রাজনৈতিক দলের সক্রিয় নেতা -নেত্রীদেরই অরাজনৈতিক রাজ্যপাল পদে রাতারাতি প্রেরণ করা। অর্থাৎ আমিষভোজীকে আমিষ সমৃদ্ধ বাড়িতে প্রেরণ করে নিরামিষ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা।

গতবছর ধানকর সাহেবের যোগদানের সময় রাজনৈতিক সচেতন সকলেই গুগুল সার্চ করার পূর্বেই নিশ্চিত জানতেন যে তিনি বিজেপির বা সংঘের কোনো সক্রিয় কার্যকরতা যার অন্যতম প্রধান কাজ পূর্ব নির্ধারিত এবং সেটি হল মমতা ব্যানার্জি সরকারের ভুল ত্রুটির বিরোধিতা করা। কারণ ভারতীয় গণতন্ত্র কতটা সাবালক হয়ে উঠেছে তা নিয়ে মাওবাদীদের বাদ রেখেও গণতন্ত্রীদের ই সন্দেহ আছে। ফলে রাজস্থানে বিজেপি রাজনীতির পরিচিত মুখ জগদীশ ধনকর উত্তরপ্রদেশে বিজেপি রাজনীতির পরিচিত মুখ কেশরী নাথ ত্রিপাঠি মহাশয়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

চাকরি প্রার্থী যুবকের দল ইন্টারভিউ এর জন্য তাঁর নাম ও যোগদানের তারিখ মুখস্থ করে ফেললেন। বামপন্থী ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিশ্লেষক টিম খোঁজখবর নিয়ে আগাম কিছু রাজনৈতিক পূর্বাভাস দিতে থাকলেন। নতুন-পুরনো দুই জনেই পেশাগতভাবে আইনজীবী, এবং দুই জনেই বিধানসভায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু নবাগত মানুষটি এক বছরে প্রমান করে দিয়েছেন যে আইনজীবী হিসেবে ভারতীয় সংবিধানের অধ্যয়ন তিনি যথেষ্টই করেছেন। বিপরীতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করলেও গণতন্ত্রকে কবরে পাঠিয়ে দিতে উদ্যত নেত্রীর পথরোধ করে দাড়িয়ে পড়েছেন তিনি। দেশের সংসদীয় আইনকে অস্বীকার করার প্রকাশ্য আহ্বান করা, দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারী দের সংসদীয় রাজনীতিতে তুলে ধরা, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজে বাধাদান করা,দেড় হাজার কোটি টাকার

ছয়ের পাতায়

৪৫ বেড়ে পশ্চিমবঙ্গে করোনায় মোট মৃত ১৫৮১, আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৭০,১৮৮জন

কলকাতা, ৩১জুলাই (হি. স.): বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার রেকর্ড সংক্রমণ হল পশ্চিমবঙ্গে। পাশাপাশি এদিন কলকাতাতেও মৃত্যু হয়েছে রেকর্ড সংখ্যক মানুষের। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে রাজ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ২৪৯৬ জন। একদিনে নতুন করে রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৪৫ জনের। যদিও গত ২৪ ঘন্টায় করোনা মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২১১৮জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০, ২৩৩জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০, ১৮৮জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ৪৬,২৫৬জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫৮১জনের। ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮.৯২শতাংশ। এদিন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে ৬৭০টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১,৬৩৯। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৯৮জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ১৪,৫০৬জন।পর্যন্ত কলকাতায় মোট ৭৬০জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ২১জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬৩৭৩জন। বাকি মৃতদের মধ্যে একজন আলিপুরদুয়ার, একজন মালদা, দুইজন মুর্শিদাবাদ, একজন নদীয়া, দুজন হাওরা, দুজন হুগলি, ১৩ জন উত্তর ২৪ পরগনা, তিনজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ১৯হাজার ৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৮লাখ ৯৩হাজার ৪০০টি। এখন রাজ্যে ৫৭টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্ত বাস রয়েছেন ৩হাজার ৩১৫জন। সরকারি একান্তবাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ১লাখ ৫হাজার ১৩১জন। এখন বাড়িতে একান্তবাসে রয়েছেন ৩২হাজার ২৭২জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ৩লাখ ৭৬হাজার ১৯২জন। নতুন করে রাজ্যে শুরু হয়েছে " সেফ হোম" - এ রাখার প্রক্রিয়া। রাজ্যে ১০৬টি সেফ হোমে ৬ হাজার ৯০৮টি শয্যা রয়েছে। সেখানে রয়েছেন ১৫০৫জন সামান্য উপসর্গ যুক্ত ব্যক্তি। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

দিনহাটায় করোনা সংক্রামিত আরও ৩৬

দিনহাটা, ৩১ জুলাই (হি. স.) : কোচবিহারের দিনহাটায় করোনা সংক্রামিত আরও ৩৬ জন। জেলা প্রশাসন সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দিনহাটা মহকুমায় আরও ৩৬ জন করোনা সংক্রামিতের হদিস মিলেছে।

শুক্রবার দিনহাটা মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে , নতুন করে সংক্রামিত ৩৬ জনের মধ্যে দিনহাটা ১ নং ব্লকের ৩৫ জন ও দিনহাটা পুরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের ১ জন রয়েছে।

কয়েকদিন আগেই প্রশাসনের উদ্যোগে দিনহাটার ১ নং ব্লকের গিতালদহ, সিতাই ও ভিলেজ-১ এ ক্যাম্প করে বাসিন্দাদের লালার নমুনা নেওয়া হয়েছিল। তারই রিপোর্ট আসে এদিন। সেই রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। সংক্রমিতদের শারীরিক অবস্থা বুঝে তাঁদের হোম আইসোলেশন, সেফ হোম কিংবা কোভিড হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অভিজ্ঞতা, প্রত্যাহ্বান, ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষা সংস্থার অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ রাওয়ের

গুয়াহাটি, ৩১ জুলাই (হি.স.) : অতীতের অভিজ্ঞতা, বর্তমানের প্রত্যাহ্বান এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এই মত পোষণ করেছেন অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থার অধ্যক্ষ ডি রামকৃষ্ণ রাও।

এক বিবৃতি জারি করে রামকৃষ্ণ রাও বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, বিচারক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, প্রশাসন তথা অন্যান্য শিক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পৃক্তদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে, একাধিক সেমিনার করে ভেবেচিন্তেই জাতীয় শিক্ষা নীতি অনুমোদন করেছে। নিশ্চিতভাবে এটি একটি পরিবর্তনশীল এবং নতুন দিশারী হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে প্রশংসনীয় আখ্যা দিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন এই শিক্ষানীতি সর্বজনীন, একাত্ম, সর্বসাধারণ তথা উচ্চ গুণসম্পন্ন হবে বলেও মনে করেন ডি রামকৃষ্ণ। নয়া শিক্ষা নীতি একবিংশ শতকের জন্য অতুলনীয়, মানবসৃষ্ট শিক্ষা পদ্ধতির দিক উন্নতীকরণে সহায়ক হবে, তাই একে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি।

নয়া শিক্ষা নীতির ৫৩৩৪-এর নিয়ম মতে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত একটি স্তর গঠন করে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হবে। শিশুর পরিচর্যা শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিক্ষা, পোষণ সেই সঙ্গে আত্মনির্ভর তথা বিকাশের জন্য বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষা মণ্ডল গঠন করা হবে। দেশের ১০ লক্ষ আঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষার মাধ্যমে ৭ কোটি শিশুকে শিক্ষার মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংযোগ করার লক্ষ্য হাতে নেওয়া হয়েছে। মাঝপথে স্কুলছুট শিশুদের শতকরা হারের প্রতি লক্ষ্য রেখে সেইসব শিশুর শিক্ষা দানের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তাদের গুরুত্ব দেওয়াটাই নতুন শিক্ষা নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ শিশুদের বিদ্যায়তনিক শিক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এই শিক্ষা নীতির মূল প্রয়াস। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার বিকাশ, অধিগম শিক্ষাকে আধার হিসেবে নিয়ে শুধু সামগ্রী এবং বৈজ্ঞানিক বিচারের বিকাশ, ডিজিট্যাল মাধ্যম এবং বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমেই নয়, ভবিষ্যতে মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন এই শিক্ষানীতি বিশেষ ভূমিকা নেবে। শুধু পরীক্ষার মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন নয়, তাদের মানসিক বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবনে বৈজ্ঞানিক দিকে দিগদর্শন করতে পারে এমন এক শিক্ষানীতি হিসেবে নতুন পদ্ধতি বিবেচিত হবে।

অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থা মনে করে, ২০২০ সালে গৃহীত নতুন শিক্ষানীতি সফল ভূমিকা নিতে পারবে বলে সকলেই আশাবাদী। ১৯৬৮ সালের শিক্ষা নীতির নিয়ম মতে শিক্ষাক্ষেত্রে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। নয়া নীতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসবে, ঠিক এমনটাই আশা প্রকাশ করেছেন অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থার অধ্যক্ষ ডি রামকৃষ্ণ রাও।

গাজোলে নতুন করে ১৪ জন করোনা আক্রান্ত

গাজোল, ৩১ জুলাই (হি. স.) : মালদার গাজোলে নতুন করে ১৪ জন করোনা আক্রান্তের হদিস মিলল। এদের মধ্যে একই পরিবারের রয়েছেন ৮ জন। তাদের মধ্যে ৮০ বছরের বৃদ্ধ, ৯ বছরের একটি শিশুও রয়েছে। অপর একটি পরিবারের ৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি তিনজনের মধ্যে দুইজন শহর এলাকার এবং একজন গ্রামীণ এলাকার।

বর্তমানে গাজোল শহর এলাকায় নতুন করে যে সমস্ত করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তারা বেশিরভাগই একই পরিবারের। যার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে গাজোলে। এদিকে নতুন করে একসঙ্গে অনেকের সংক্রমিত হওয়ার ঘটনায় প্রশাসনও নড়েচড়ে বসেছে। সংক্রমিত এলাকাগুলোকে কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো, করোনা আক্রান্তদের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কনট্যাক্টে যারা এসেছিলেন তাদের লালার নমুনা সংগ্রহ করা হবে আগামী সোমবার এবং মঙ্গলবার।

তৃণমূলের যুব নীতিতে বদল, বাদ চল্লিশোর্ধরা

কলকাতা, ৩১জুলাই (হি. স.): চলতি বছরের ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন তরুণ নেতাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সেইমতো দলের সাংগঠনিক পদে রদবদল করেছিলেন তিনি। এবার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্তের পথেই হাঁটল যুব তৃণমূল। এদিন যুব তৃণমূলের এক বৈঠকে যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, চল্লিশোর্ধ কোন ব্যক্তিকে আর জেলা কমিটিতে স্থান দেওয়া হবে না। সেই অনুযায়ী আগামী ১০ আগস্টের মধ্যে জেলা যুব সংগঠনের সব পদ পূর্ণ করে নতুন কমিটি গড়ে নিতে বললেন অভিষেক। তুলে দেওয়া হল কার্যকরী সভাপতির পদও। মুখ্যমন্ত্রীর সাংগঠনিক রদবদলের ক্ষেত্রে দেখা গেছে অপেক্ষাকৃত তরুণ মুখকে সামনে নিয়ে এসেছেন দলনেত্রী। অনেকক্ষেত্রেই প্রবীণ নেতাদের দায়িত্ব খর্ব করা হয়েছে।আগামী দিনে যাদের দল চালাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য ভবিষ্যতের দলের কান্ডারীদের তিনি এখন থেকেই তৈরি করে যেতে চান। সেই একই ধারা দেখা গেল যুব তৃণমূলেও। ইতিমধ্যেই যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, কমবয়েসী যুবক-যুবতীদের যুব তৃণমূলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আরও বেশি করে মানুষের সেবায় তাদের নিয়ে আসতে হবে। জেলা কমিটিতে টাউন ও গ্রামীণ-সহ সব পদ দ্রুত পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক।

চাঁচলে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত তিন দুষ্কৃতীর পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ

সামসী, ৩১ জুলাই (হি. স.) : মালদায় চাঁচলে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত তিন দুষ্কৃতীর পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চাঁচল ২ ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গালিমপুর এলাকা থেকে ওই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম এমদাদুল হক, জাহাঙ্গির আলম ও শেখ আলতাব। তাদের বাড়ি চাঁচল ১ ব্লকের মহানন্দপুর এলাকায়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি পাইপগান, কার্তুজ, ধারালো অস্ত্র। শুক্রবার ধৃতদের চাঁচল আদালতে তোলা হলে তাদের পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চাঁচল থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওই দুষ্কৃতীরা সম্ভবত চন্দ্রপাড়ার গালিমপুর এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ হানা দিয়ে তিনজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

রায়গঞ্জে করোনা সংক্রামিত হয়ে মৃত্যু হল ২ জনের

রায়গঞ্জ, ৩১ জুলাই (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরে রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত ছটপাড়ুয়া এলাকার কোভিড হাসপাতালে করোনা সংক্রামিত হয়ে মৃত্যু হল ২ জনের। শুক্রবার সকালে তাঁদের মৃত্যু হয়। সংক্রামিতরা কোথাকার বাসিন্দা তা জানা যায়নি।

কোভিড হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, করোনা সংক্রামিত হয়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। সমস্ত ঘটনা জেলা স্বাস্থ্য দফতর, রায়গঞ্জ পুরসভা, রায়গঞ্জ থানার আইসি ও বিডিওকে জানানো হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

কাছাড়েও শুরু প্লাজমা থেরাপির যাত্রা, প্রথম রোগী অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল

শিলচর (অসম), ৩১ জুলাই (হি.স.) : এবার কাছাড়েও শুরু হলো প্লাজমা থেরাপির যাত্রা। প্রথম রোগী অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর। করোনা সংক্রমণের সংখ্যা কাছাড় জেলায় বাড়ছে। আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের কালোঘাম ছুটছে। তবে কিছুটা হলেও স্বস্তির খবর মিলেছে স্বাস্থ্য দফতরের।

আজ শুক্রবার থেকে জেলায় প্রথম প্লাজমা থেরাপির মাধ্যমে শুরু হয়েছে করোনার চিকিৎসা। আর প্রথম রোগী যার ওপর থেরাপি প্রয়োগ হয়েছে তিনি রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা সোনাইয়ের বিজেপি বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর। সম্প্রতি তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আজ তাঁকে প্লাজমা দেওয়ার মধ্য দিয়েই শিলচর মেডিক্যালে শুরু হল প্রথম এর মাধ্যমে করোনার চিকিৎসা। একইসঙ্গে আজ থেকেই শুরু হয়েছে প্লাজমা ব্যাঙ্কের কাজও।

এদিকে প্লাজমা থেরাপিতে ব্যাপক সাড়া দিয়েছেন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর। প্রথম দিকে তিনি বেশ অসুস্থতা বোধ করছিলেন। শ্বাসকষ্টের দরুন আইসিইউ-তেও থাকতে হয়েছিল তাঁকে। প্লাজমা থেরাপির বলে তিনি দ্রুত সাড়া দিচ্ছেন বলে দাবি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক দলের। দ্রুত তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশাবাদী চিকিৎসকরা।

অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্করের ওপর প্লাজমা থেরাপি প্রয়োগের ব্যাপারে শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় সংবাদ মাধ্যমকে জানান, প্লাজমা থেরাপি দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বৃহস্পতিবার। এ নিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা ডা. এস লক্ষণনের সঙ্গে আলোচনা হয় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. বাবুল বেজবরুয়ার। তিনি গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গেও আলোচনা শলা-পরামর্শ করেন। আমিনুল হকের পরিবারের অনুমতি নেওয়াও হয়েছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ঘোষণা অনুযায়ী সম্প্রতি স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বরাক সফরে এসে প্লাজমা থেরাপি শিলচরে শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্লাজমা দানের জন্য সচেতনতা গড়তেও তিনি জেলাশাসক কীর্তি জল্লিকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন থেকেই শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রস্তুতি নিয়েছিল। এর মধ্যে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্লাজমা সেপারেটর প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়। জেলা প্রশাসন ও মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ প্লাজমা দানে কাউন্সেলিং শুরু করেন। যার প্রথম সফল পরীক্ষণ হয়েছে আজ। আজ যেহেতু প্রথম পরীক্ষণ, তাই প্লাজমা দানের জন্য পরীক্ষানিরীক্ষা দ্রুত ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে বেশ তোড়জোড় ছিল। প্লাজমা দানে যাতে বেশি সংখ্যক মানুষ এগিয়ে আসেন, এ নিয়ে প্রচার বেশি করে করারও পরিকল্পনা নিয়েছে সাধারণ প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতর। এখানে উল্লেখ্য, করোনায় আক্রান্ত হয়ে অন্তত ২৮ দিন আগে সুস্থ হয়ে ওঠা ব্যক্তি নিজের প্লাজমা কাউকে দিতে পারবেন। একই ভাবে ২৮ দিন আগে সুস্থ হয়ে ওঠা একজনের প্লাজমা উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্করকে প্রদান করা হয়েছে।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

খাবারের তালিকায় থাকা জিনিসগুলিই ক্যান্সার ডেকে আনতে পারে

ক্যানসার আমাদের জীবনের এখন একটি অতি পরিচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে এখন একটি দুটি করেক্যানসার আক্রান্ত দেখা যায়। চিকিৎসকদের বক্তব্য, দূষণকাজের ধরণ, খাওয়ারের রকমফেরই নাকি এই রোগের উৎস। বহু ক্ষেত্রে অতি সাধারণ জীবনযাপন করেও মুক্তি পাওয়াযাচ্ছে না এই মারণ ব্যাধী থেকে।তবে, আমরা যদি একটু নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি তাহলে হয়তো বিপদের আশঙ্কা কিছুটা হলেও রোধ করা যাবে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে প্রতিদিনের জীবনে আমরা যদি এই খাবারগুলিকে আমাদের খাওয়ারেরতালিকা থেকে বাদ দিতে পারি তাহলে ক্যান্সারে রোখা যায়।

এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন খাবারে রয়েছে এই তালিকায়—

১) প্রসেস্ড মিট :কাজের সুবিধার জন্য আজকাল আমরা সব কিছুতেই প্যাকেজড ফুড বা টিন ফুডের ব্যবহার কারি। চটজলদি খাবার তৈরি করা যায়। সঙ্গে ঝঞ্ঝাটও কম এই ধরনের খাবারের ক্ষেত্রে। শাক-সব্দি থেকে মাছ, এমনকী মাংসও আমরা এভাবেই খাই । তবে সমীক্ষায় বলা হচ্ছে টিনড মিট বা প্রসেস্ড মিট -এ প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম নাইট্রেড থাকে। এই রাসায়নিক শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বস্তু।

২) মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন: ফাস্ট ফুড থেকে পটাটো ওয়েফার্স এমনকী পপকর্ন, তরুণ প্রজন্মের কাছে অতি পরিচিত এবং পছন্দের। গোটা দিনটাই তারা এগুলোর উপর কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু, মাইক্রোওয়েভে তৈরি করা পপকর্ণ শরীরে পারফ্লুওরকট্যানোইক অ্যাসিড তৈরি করে। আর এই অ্যাসিড অতি সহজেই ক্যানসারের তৈরির কারণ।

৩) রিফাইন্ড ময়দা ঃ প্যাকেটজাত ময়দা বা আটাও রয়েছে এই তালিকায়। প্রাচীণকালে বাড়িতে মা ঠাকুরদা গম কিনে কলোটা তৈরি করে আনতেন। আর এখন চটজলদি কাজের জন্য মিলছে প্যাকেট করা রিফাইন্ড আটা বা ময়দা। চিকিৎসকরা বলছেন এই আটা ময়দায় থাকে ক্লোরিন গ্যাস। আর তা থেকেই শরীরে তৈরি হতে পারে ক্যান্সার।

৪) রিফাইন্ড চিনি: রি ফাইন্ড চিনি। এটি শরীরে নানা ধরনের রোগ তৈরি করার অন্যতম একটি উপাদান বলেমনে করেন চিকিৎসকরা। শরীরে জীবন্ত সেল অতি সহজেই নষ্ট করে দিতে পারে এই চিনি। আর তার ফলেই দেখা দিতে পারে ক্যান্সার। শুধু রিফাইন্ড চিনিই নয়, এই তালিকা রয়েছে রিফাইন্ড নবল ও রিফাইন্ড তেলও। এগুলি প্রতিটিই শরীরে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড তৈরি করে আর তাথেকেই ক্যানসারের উৎপত্তি হতে পারে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

৫) চাষ করা মাছ: যে সব মাছ পুকুরে বা ভেরিতে চাষ করা হয়, সেই মাছ খেতে বারণ করছেন চিকিৎসকরা। মাছ আকারে বড় করতে এবং সুস্থরাখতে সেখানে দেওয়াবিভিন্ন ধরনের ওষুধ। আর এই ওষুধ থেকেই মানুষের শরীরে তৈরি হয় রোগ। বাসা বাধছে ক্যানসারের মতো রোগও।৬) কোল্ডড্রিঙ্ক ঃ বাজারে পাওয়াযায় বিভিন্ন ধরনের সফ্ট ড্রিঙ্ক। গরমে তেষ্টা মেটাতেই হোক বা ফাস ফুডের সঙ্গেই হোক ৮ থেকে ৮০ সকলেই এই সফ্ট ড্রিঙ্ক পছন্দ করেন। অথচ, চিকিৎসকদের মতে এই সব ড্রিঙ্ক-এ থাকে মারাত্মক ক্ষতিকারক সোডা। আর তা থেকেই ক্যানসারের মতো মারণ ব্যাধি বাসা বাধতে পারে শরীরে। শুধু সফ্ট ড্রিঙ্কই য়, নিষেধের তালিকায় রয়েছে কার্বাইড দিয়ে পাকানো বিভিন্ন ফলও। এই কার্বাইড থেকেই মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে ক্ষতিকারক রাসায়নিক। ৭) প্যাকেটজাত আলুভাজা ঃ প্যাকেটজাত আলুভাজা বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। বিভিন্ন খাবারের সঙ্গেই হোক বা মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে দেখতে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই-এর কামড় ও সফ্ট ড্রিঙ্কে চুমুম দিতে সকলেরই বেশ লাগে। কিন্তু, এই কামড় ও চুমুকই আপনার শরীরে ডেকে আনতে পারে ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগকে। আপনার অজান্তেই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে মৃত্যু মুখে। এর থেকে শরীরে ঢুকে পড়তে পারে ক্ষতিকারক অ্যাক্রিলামাইড অ্যাসিড।

গোলাপের সুগন্ধের জিনগত রহস্য

প্রথমবারের মতো গোলাপের জিনগত কাঠামো উন্মোচন করলেন বিজ্ঞানীরা। এই রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু পেয়েছেন, যা বিস্ময় তৈরি করেছে।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি দল এই গবেষণা করেছে। ওই বিজ্ঞানীরা জানান, আগামীতে নতুন রং এবং গন্ধসমৃদ্ধ গোলাপ তৈরি করা যাবে ফ্রান্সের লিও শহরে এই গবেষণা প্রকল্পটিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন মোহাম্মেদ বেনদাহমানে।

মোহামেদ বেনদাহমানে জানান, আট বছর ধরে গবেষণার পর তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন কোন জিন গোলাপের গন্ধ তৈরি করে। আর কোন জিন রং তৈরি করে। এছাড়া কোন জিনটি ফুলের স্থায়িত্ব বাড়ায়।

এই গবেষণায় ছিলেন ফ্রান্স , জার্মানি, চীন এবং ব্রিটেনের ৪০ বিজ্ঞানী তাদের এই গবেষণা এথেকে এখন জানা যাবে কেন গোলাপের রং এবং গন্ধ এত ভিন্ন ভিন্ন হয়। গোলাপ চাষীরা এখন আরও সুন্দর ণং এবং মিষ্টি গন্ধের নতুন জাতের গোলাপ চাষ করতে পারবেন।

যে গোলাপগুলোতে পোকা লাগবে এবং ফুলদানিতে আরও বেশিদিন তাজা থাকবে। উল্লেখ্য, হাজার

হাজার বছর আগে সম্ভবত চীনে প্রথম গোলাপের চাষ শুরু হয়। সুগন্ধি তৈরির জন্য রোমান সাম্রাজ্যের

সময় মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক গোলাপ চাষ করা হতো।এছাড়া বিভিন্ন রাজকীয় অনুষ্ঠানে গোলাপের পাপড়ি ছিটানোর চলছিল ওই সময়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে গোলাপ রাজসিংহাসন দখলের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

কোমর ব্যথার কারণ

পি এলআইডি বা লাম্বার ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক প্রল্যাপস। পিএলআইডি তিন মাত্রার হতে পারে স্বল্প, মাঝারি ও তীব্র মাত্রা।

লক্ষ্মণ ঃ প্রধান লক্ষণ কোমর ব্যথা। ব্যথা কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত চলে যেতে পারে। পায়ে ঝিঁঝি ধরতে পারে বা শিরশিরে অনুভূতি হতে পারে। অনেক রোগী বলে থাকেন পা চাবাচ্ছে। সামনে ঝুঁকলে ব্যথা বাড়ে , রোগী বেশিক্ষণ হাঁটতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। অনেকে শোয়া থেকে উঠে বসতেই পারেন না। তীব্র পিএলআইডির ক্ষেত্রে ব্যথা ছাড়াও স্নায়ুজনিত বিভিন্ন লক্ষ্মণ থাকতে পারে।রোগ নির্ণয় ঃ মেরুদণ্ডের কোমরের অংশ পাঁচটি কশেরুকা দ্বারা গঠিত। এর নিে থাকে স্যাক্রাম। এই হাড়ের মাঝে তালের শাঁসের মতো স্থিতিস্থাপক চাকতি থাকে। এগুলো শক এবজর্বারের ভূমিকা পালন করে। সামনে ঝোঁকা, ডানে বামে, বাঁকা হওয়া, হাঁটা, শোয়া, বসাসহ প্রায় সব মুভমেন্টেই এই চাকতি ভূমিকা পালন করে।

পিএলাইডিতে এই চাকতিটি তার অবস্থান থেকে সরে যায় এবং সরে যাওয়া চাকতিটি গোড়ায় চাপ প্রয়োগ করে, ফলে কোমরে ব্যথা শুরু হয়। বায়ুগুলো যেহেতু কোমর থেকে বের হয়ে পায়ের দিকে চলে গেছে তাই পায়ের দিকেও ব্যথা অনুভূত হতে পারে। তবে এটি নির্ভর করে কোন স্নায়ুর গোড়াটি চাপে পড়ল এবং চাপের ধরণ ও মাত্রা কেমন। ডিস্কটি অক্ষত থেকে স্নায়ুকে চাপ দিতে পারে আবার এর পর্দা ছিঁড়ে এর ভেতরের নিউক্লিয়াস ও জেলি বেরিয়ে এসে তা স্নায়ুরগোড়ায় চাপ দিতে পারে।

যেভাবে আসলো মেহেদীর প্রচলন

ঈদে মেহেদীর রঙে হাত সাজানো খুব জনপ্রিয় একটি রীতি। এছাড়া বিয়ে জন্মদিন সহ নানা অনুষ্ঠানে মেহেদীর রঙে হাত না রাঙালে অনেকের কাছেই উৎসবের পরিপূর্ণতা পায় না।

মেহেদি পাতা বেটে, শুকিয়ে গুড়া করে বাপেস্ট করে শরীরের বিভিন্ন স্থান রাঙানো ইতিহাস বহু পুরনো। আর উৎসবে বিশেষ করে ঈদ হলে তো কথাই নেই। বিয়েতে বর কনের হাতে মেহেদি থাকা চাই ই চাই। মেহেদির দেয়ার কারণে কখনো কোন অ্যালার্জি বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার নজির না থাকায় যুগে যুগে এর জনপ্রিয়তা একবিন্দু কমেনি, বরং বেড়েছে।

মেহেদি দেয়ার ইতিহাস অনেক আগের। তবে ঠিক কবে কোথায় মেহেদির আবিস্কার হয়েছিলো তার সঠিক কোন দিনক্ষণের ব্যাপারে কোন তথ্য মেলেনি।

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক তৌহিদুল হক জানিয়েছেন, লিখিত কোন দলিল না থাকলেও ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ এর মেহেদি ব্যবহারের তথ্য মুসলমানদের এই মেহেদি ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। পরে ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য এই মেহেদি দেয়ার প্রথাকে আরও প্রসারিত করে। তৌহিদুল হক বলেন, মেহেদি ব্যবহারের ক্ষেতেত্র হযরত মোহাম্মদ স এর একটি উক্তি রয়েছে।

এই বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরকরে এই ভারতীয় উপমহাদেশে এক সময় মেহেদির ব্যবহার শুধুমাত্র মুসলিম জনগোষ্ঠী বা মুসলিম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । পরবর্তীতে মুঘল সাম্রাজ্যের জনগণ এটাকে প্রসারিত করে।

বাংলাদেশ , ভারত ও পাকিস্তানে মেহেদির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এবং আফ্রিকায় যেসব দেশের ভাষা অ্যারাবিক সেসব দেশেও ব্যবহৃত হয় এই মেহেদি।

অধ্যাপক তৌহিদুল হক বলেছিলেন। বিশ্বের নানা দেশের মেহেদি ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু এর কারণ বা উদ্দশ্য স্থানভেদে ভিন্ন।

তিনি জানান, শুরুতে মেহেদির প্রচলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের জায়গা থেকে শুরুহলেও পরে এই প্রথাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে। তবে এখন মানুষ এখন এটাকে সার্বজনীন রূপে গ্রহণ করেছে। তবে একেক দেশে একেক ধরনের কারণ আর উদ্দেশ্যে মেহেদি ব্যবহার হয়।

তিনি জানান, শুরুতে মেহেদির প্রচলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের জায়গা থেকে শুরু হলেও পরে এই প্রথাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে। তবে এখন মানুষ এখন এটাকে সার্বজনীন রূপে গ্রহণ করেএছ। তবে একেক দেশে একের ধরনের কারণ আর উদ্দেশ্যে মেহেদি ব্যবহার হয়।

ইতিহাসের বইগুলোয় মিসরের ফারাও সাম্রাজ্যে মমির হাতেওপায়ের নখে মেহেদির মতো রঙ দেখা যায়। তবে সেটা মেহেদি দিয়ে রাঙানো কিনাসেটানিশ্চিত হওয়া যায়নি। আবার বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধর্মের বিয়ের উৎসবে মেহেদি সন্ধ্যা নামে আলাদা একটি দিনের আয়োজন করা হয় যেখানে বর করনে থেকে শুরু করে পুরো পরিবার আনন্দে মেতে ওঠে শুধুমাত্র মেহেদির রঙে নিজেকে রাঙিয়ে তুলতে।

আবার অনেক চামড়াার বিভিন্ন রেগের জন্য হার্বাল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করছে এই মেহেদি।

আমের রোগবালাই পোকামাকড় দমন

আম গাছে প্রচুর মুকুল আসলেও ফল না ধরার কারণ ও তার সমাধান আম গাছে প্রচুর মুকুলদেখাদিলেও আম ধরে না বা খুব কম ধরে, যা একটি গুরুতর সমস্যা। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ শোষক বা হপার পোকার উপদ্রবের জন্য এটি হতে পারে। ফুল আসার পর পূর্ণাঙ্গ শোষক পোকা ও তার নিম্ফগুলো ফুলের রস টেনে নেয়। ফলে সময় ফুলগুলো একসময় শুকিয়ে ঝরে যায়। একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুণ পরিমাণ রস শোষণ করে খায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঠালো রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয়, যা মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় জমা হতে থাকে য়ার ওপর এক প্রচার ছত্রাক জন্মায়। প্রতিকার হিসেবে আম বাগান সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে বিশেষ করে গাছের ডালপালা যদি ঘুব ঘন থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে, যাতে গাছের মধ্যে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। আমের মুকুল যখন ৮/১০ সেমি লম্বা হয় তখন একবার এবং আম মটর দানার মতো হলে আর একবার প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন অতবা কার্বারিল ২ গ্রাম / লিটার মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমের হপার পোকার কারণে সুটিমোল্ড রোগের আক্রমণ অনেক সময় ঘটে, তাই সুটিমোল্ড দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ওষুধ ব্যবহার্য কীটনাশকের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মেঘলা আকাশ ও কুয়াশা থাকার কারণে মুকুলে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দেয়। ফলে অতি দ্রুত মুকুলের গায়ে সাদা সাদা পাউডারের মতো দেখা দেয় এবং একপর্যায়ে প্রায় সব মুকুল কালো হয় ঝরে যায়। সালফারঘটিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ভালোভাবে মিশিয়েস্প্রে করতে তা দমন করা যায়। তাছাড়া এনথ্রাকনোজও এ সময় দেখা দেয়। ফলে সমস্যা মুকুল কালো হয়ে ঝড়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ম্যানকোজের প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতেহবে। তৃতীয়তঃ গবেষণায় দেখা গেছে, আবহাওয়া, পোকামাকড় ও রোগ কোন কারণে এটি গটে না। আমের পুষ্পমঞ্জুরিতে এক লিঙ্গ ও উভলিঙ্গ ফুল কে সঙ্গে থাকে। ভাল ফলনের জন্য বেশি বেশি উভলিঙ্গ ফুলের দরকার। কিনা যে সব গাছে ১০ শতাংশের কম উভলিঙ্গ ফুল থাকে তারা স্বভাবতই স্বল্প ফলনশীল জাত। কাজেই ভাল ফলন, পেতে হলে এসব জাতের আম চাষ না করাই ভাল। চতুর্থতঃ গাছে ফুল ফোটার সময় কুয়াশা, মেঘলা আবহাওয়া বা বৃষ্টি থাকলে ফুলের পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয় । যার ফলেপ্রচুর ফুল ফুটলেও সময় মতো পরাগ সংযোগ না হওয়ায় সেগুলো ঝরে যায় বা ফলন হয় না। তাছাড়াঅনেক সময় গাছে অস্বাভাবিক পুষ্পমঞ্জুরি দেখা যায়। এমন মুকুলেস্ত্রী ফুলেরসংখ্যা খুব কম। ফলে কদাচিৎ ফল উৎপন্ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটি টিকে থাকে না। মুকুল ক্রমেই শুকিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গাছে থেকে যায়। এমন অবস্থায় আক্রান্ত মুকুল গাছ থেকে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আবার জমিতে ফসফেট, দস্তা ইত্যাদি খাদ্যের অভাব, ফল ধরার পর জমিতে রসের অভাব ইত্যাদি কারণেও অসময়ে ফুল ও ফল ঝরে যায়। এ কারণগুলো নিয়ন্ত্রণ করেও যদি ফল ঝরতে দেখা যায়, তাহলে 'প্লানোফিক্স' ২মিলি ৪.৫ লিটার জলে মিশিয়ে আম ফলের গুটি মটর দানার মতো হলে একবর আর মার্বেল আকৃতির হলে আর একবার স্প্রে করল ফল ঝরা বন্ধ হবে।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

সুষম খাবার কি?

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন—

প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে।

বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার —

শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি।

স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য—

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চবি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন— কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হ াড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আছে একটি মূল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিশুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

জল— সব খাদ্যে কমবেশি জল থাকে। খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ করতে জলের প্রয়োজন। জল রক্ত তরল রাখে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়। মানুষের দেহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জল। জলের অভাবে হজমে সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

দর্শক ভালো ছবি চায়, সহজ চিত্রনাট্য পছন্দ করি না: আয়ুষ্মান খুরানা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: ''এই মূহুর্তে জীবনের সবথেকে ভালো সময় কাটাচ্ছি। কেরিয়ারে কোনও চাপ নেই। এইসবের পেছনে রয়েছে আমার কাজ যা দর্শকরা পছন্দ করছেন'' বলে জানালেন অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা। তিনি বলেন, আমি আশা করছি সিনেমা এবং মানুষের মধ্যে যে মেলবন্ধন রয়েছে তা যেন বক্স অফিসে ভালো ছাপ ফেলে।

বক্স অফিসে অভিনেতার প্রত্যেকটা ছবি সুপারহিট। শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ''আর্টিকেল ১৫'' বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করেছে। তাঁর মতে, দর্শক এখন ভালো ছবি দেখতে পছন্দ করছেন, গল্প, চিত্রনাট্য যদি ভালো হয়, সেই ছবি দেখতে বাধ্য তারা। আয়ুষ্মান বলেন, আমি কখনই সহজ চিত্রনাট্য গ্রহণ করি না। একটু কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং বিষয়ে কাজ করতে ভালো লাগে।তিনি বলেন, কেরিয়ারের শুরু থেকে এখনও অবধি সহজ চিত্রনাট্য গ্রহণ করিনি এবং পছন্দও করি না। আমি জানি না সহজ ছবি কী।

ছবি নিয়ে ঝুঁকি নিতে পছন্দ করি কারণ, নিজের ওপর বিশ্বাস আছে আমি পারব।

ছবিতে কাহিনির মাধ্যমেই মানুষ থিয়েটারে ছুটে আসবে এবং দর্শকেরা এখন ভালো ছবি দেখতে পছন্দ করে বলে জানান অভিনেতা। ''দাম লাগা কে হাইশা'', ''শুভ মঙ্গল সাবধান'', ''বাঁধাই হো, ''আন্ধাধুন'' এবং ''আর্টিকেল ১৫''-এর মতো ছবিতে আয়ুষ্মান অসাধারণ অভিনয় করেছেন। তিনি জানান, এই সব ছবির পেছনে গল্প রয়েছে। ''শুভ মঙ্গল'' এবং ''বাঁধাই হো'' আমার জীবন পালটে দিয়েছে। সমকামীতা নিয়ে মানুষের যে চিন্তাভাবনা রয়েছে তা বদলাতে শুরু করেছে। ''বাঁধাই হো'' ছবিতে এমন একজন দম্পতির কাহিনি দেখানো হয়েছে যা দেখার পর সমাজ অনেকটাই বদলে যাবে বলে মত আয়ুষ্মানের। তবে বলিউডের ব্যস্ততম অভিনেতাদের মধ্যে একজন হলেন তিনি।উল্লেখ্য, ''ড্রিম গার্ল'', ''বালা'', ''গুলাবো সিতাবো'', এবং ''শুভ মঙ্গল জায়দা সাবধান'' ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে। ইতিমধ্যেই তিনি ''বালা'' ছবির শ্যুটিং শেষ করে ফেলেছেন। ''গুলাবো সিতাবো''-তে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে কাজ করছেন আয়ুষ্মান খুরানা।

ঘরেই তৈরি করুন সুস্বাদু দোসা

দক্ষিণ ভারতের একটি অন্যতম জনপ্রিয় খাবার হলোদোসা। আর এই দোসার সাথে খাওয়া হয় নানান রকমের চাটনি ও ভুনা। তবে দোসা বাংলাদেশেও বেশ জনপ্রিয়। দোসা খেতে পছন্দ করেন অনেকে। তবে দোসা কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমরা রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকি। তবে আপনি চাইলে ঘরেই তৈরি করতে পারেন সুস্বাদু দোসা।আসুন জেনে নেই কীভাবে তৈরি করবেন সুস্বাদু দোসা।উপকরণ

৩ কাপ আধা সেদ্ধ করা পোলাওয়ের চাল, ১ কাপ কলাইয়ের ডা, ১ চা চামচ খাবার সোডা, ১ চা চামচ লবণ, ১/২ চা চামচ চিনি।

প্রণালি

চাল ও ডাল ৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। চাল ও ডাল মিহি করে বেটে ফেলুন অথবা ব্লেন্ডারে মিহি করে ব্লেন্ড করে নিন। মিশ্রণে লবণ, চিনি ও জল মিশিয়ে পাতলা করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আরো ৬/৭ ঘন্টা রাখুন।

একটি নন স্টিক পাত্রে তেল ব্রাশ করে হাল্কা আঁচে গরম করুন। তেল গরম হয়ে গেলে পাত্রে একটি টেবিল চামচ দোসা তৈরির মিশ্রণ ঢালুন এবং পাত্রের চারদিকে চামচ দিয়ে পাতলা ও গোল করে ছড়িয়ে দিন। দোসার নিচের অংশ হালকা বাদামী হয়ে ধারাগুলো উঠে এলে বুঝতে হবে দোসাহয়ে গেছে। দোসা তোলার সময় সাধানে তুলতে হবে। চাইলে গোল করে মুড়িয়ে দিতে পারেন অথবা সোজাও রাখতে পারেন।

প্রতিবার পাত্রে দোসার মিশ্রণ দেয়ার আগে পাত্রটি কাপড় দিয়ে মুছে তেল ব্রাশ করে নিতে হবে। নয়তো দোসা আটকে যাবে এবং ওঠানোর সময় ছিঁড়ে যাবে। ডাল ভুনা, সবজি, তেঁতুল বা জলপাইয়ের চাটনি, নারকেল মিষ্টি চাটনি, আমের আচার বা দই দিয়ে গরম গরম দোসা পরিবেশন করুন।

শুক্রবার লকডাউনে পুলিশের নজরদারি। ছবি- নিজস্ব।

নতুন ঘর উপহার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর, ত্রিপুরা পাড়ায় খুশির বন্যা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ৩১।। পাহাড়ে বাঁশের বেড়ায় তৈরি ছোট ছোট খুপরিই ছিলো তাদের ঠিকানা। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন এইসব মানুষ সেখানে বাস করতেন ভূমিধসে মৃত্যুভয় মাথায় নিয়েই। বাংলাদেশের হাটহাজারীর মনায় ত্রিপুরা পাড়ার ত্রিপুরাদের এ দুরাবস্থা পাল্টে যাচ্ছে উপজেলা প্রশাসনের একটি উদ্যোগে। ত্রিপুরা পাড়ার ৬ পরিবার প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে পাচ্ছেন নতুন ঘর।

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অর্থায়নে এবং উপজেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে মনায় ত্রিপুরা পাড়ার মোহন ত্রিপুরা,খড়িয়া ত্রিপুরা, রাধারাম ত্রিপুরা, বানী কুমার ত্রিপুরা, শচীরং ত্রিপুরা এবং রবিন ত্রিপুরার জন্য নতুন ঘর তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি ঘর তৈরিতে ব্যয় ধরা হয়েছে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা। ঘরে ১০০ বর্গফুটের দুইটি ক, একটি টয়লেট এবং রান্নার জন্য একটি ক রাখা হয়েছে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) এসব ঘর ত্রিপুরাদের হস্তান্তর করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হাটহাজারীর মনাই ত্রিপুরা পাড়ার ত্রিপুরাদের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা দিতে গত কয়েক বছরে একাধিক উদ্যোগ নেয় উপজেলা প্রশাসন। এসব উদ্যোগের মধ্যে ত্রিপুরা পাড়ায় স্কুল তৈরি, ত্রিপুরা শিশুদের স্কুলে আনতে প্রণোদনা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ দিতে নলকূপ স্থাপন, হাটহাজারী সদরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সড়ক তৈরি ছিলো অন্যতম।

সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অর্থায়নে ""বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) শীর্ষক কর্মসূচী"" প্রকল্পের আওতায় ত্রিপুরাদের জন্য নতুন ঘর তৈরি করা হলো। হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. রুহুল আমিন জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "গ্রাম হবে শহর" এই ভিশন বাস্তবায়নে কাজ করছি আমরা। এরই অংশ হিসেবে ত্রিপুরা পাড়ায় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরাদের জীবনমান উন্নয়নে তাদের জন্য ঘর তৈরিতে বরাদ্দ চেয়ে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় বরাবর চিঠি দিই আমরা। বরাদ্দ পাওয়ার পর কাজ শুরু করা হয়। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে ত্রিপুরাদের এসব ঘর বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরাপাড়ার একজন ত্রিপুরাও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকবেন না। তাদের জন্য উপজেলা প্রশাসনের প থেকে শিা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ সব মৌলক অধিকার নিশ্চিত করা হবে। ত্রিপুরাদের সমাজের মূল অংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত করাই আমাদের ল্য। জেলা প্রশাসক মো. ইলিয়াস হোসেন বলেন, মনাই ত্রিপুরা পাড়ার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ছিলো। সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো। তবে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এখন এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না। গ্রাম হবে শহর। তার অভিপ্রায় অনুযায়ী আমরা কাজ করছি। ত্রিপুরা পাড়ায় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। গৃহহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা পাড়ার উন্নয়ন, বর্তমান সরকারের বিশাল উন্নয়নযজ্ঞের একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। আমরা চট্টগ্রামের প্রতিটি গ্রামে এই উন্নয়নের ছোঁয়া দিতে চাই। প্রতিটি গ্রামে শহরের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে চাই। বছরের পর বছর অবহেলিত ত্রিপুরারা নতুন ঘর পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি। উপজেলা প্রশাসনের প্রতিও তাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

নতুন ঘর পাওয়া মোহন ত্রিপুরা জানান, পাহাড়ে বেড়ায় তৈরি করা খুপরিই ছিলো আমাদের ঠিকানা। ইউএনও স্যারের উদ্যোগের কারণে প্রধানমন্ত্রী আমাদের নতুন ঘর দিয়েছেন, নতুন ঠিকানা দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই আমাদের।

রবিন ত্রিপুরা বলেন, স্বপ্নেও ভাবিনি নিজের একটি ঠিকানা হবে। নতুন ঘর হবে। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পাকা বাড়িতে থাকবো। সব কিছু সম্ভব হয়েছে ইউএনও স্যারের জন্য। তিনিই আমাদের দুরাবস্থার কথা সরকারের নজরে এনেছেন। তার কারণেই প্রধানমন্ত্রী আমাদের বাড়ি উপহার দিয়েছেন।

বাংলাদেশে করোনায় আরও ২৮ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ২৭৭২

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ৩১।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন দুই হাজার ৭৭২ জন। এ নিয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে তিন হাজার ১১১ জনের। সবমিলিয়ে শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৩৭ হাজার ৬৬১ জনে।

শুক্রবার (৩১ জুলাই) দুপুর আড়াইটার দিকে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য দেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৬১৪ জনের নমুনা পরীা করা হয়। এ পর্যন্ত নমুনা পরীা করা হয়েছে ১১ লাখ ৭৬ হাজার ৮০৯টি।

অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় আরও দুই হাজার ১৭৬ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়েছেন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন এক লাখ ৩৫ হাজার ১৩৬ জন। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীার তুলনায় রোগী শনাক্তের হার ২১ দশমিক ৯৮ শতাংশ। এ পর্যন্ত নমুনা পরীার তুলনায় রোগী শনাক্তের হার ২০ দশমিক ২০ শতাংশ। আর রোগী শনাক্তের তুলনায় সুস্থতার হার ৫৬ দশমিক ৮৬ শতাংশ ও মৃত্যুর হার এক দশমিক ৩১ শতাংশ। বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত ২৮ জনের মধ্যে বিশোর্ধ দু'জন, ত্রিশোর্ধ তিনজন, চল্লিশোর্ধ দু'জন, পঞ্চাশোর্ধ সাতজন, ষাটোর্ধ ১০ জন ও সত্তরোর্ধ চারজন রয়েছেন। এরা সবাই হাসপাতালেই মারা গেছেন।

বাংলাদেশীদের ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা জানালো ভারতীয় হাইকমিশন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ৩১।। ঈদুল আজহা উপলে বাংলাদেশীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন। শুক্রবার (৩১ জুলাই) হাইকমিশনের এক বার্তায় এ শুভেচ্ছা জানানো হয়। ভারতীয় হাইকমিশনের বার্তায় বলা হয়, 'ভারতীয় হাইকমিশনের প থেকে ঈদ মোবারক'। উল্লেখ্য, শনিবার (১ আগস্ট) সারা দেশে যথাযথ মর্যাদায় ঈদুল আজহা পালিত হবে।

সোমেন মিত্রের সম্মানে প্রদেশ কংগ্রেসের সব কর্মকান্ড ৭ দিনের জন্য স্থগিত

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি. স.) : প্রয়াত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের সম্মানে রাজ্য কংগ্রেসের সব রাজনৈতিক কর্মকান্ড আগামী ৭ দিনের জন্য স্থগিত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য।

দলের প্রত্যেকটি নেতা ও কর্মীর কাছে প্রদীপবাবুর বার্তা, এই সাতদিন রাজ্যের প্রতিটি শহর এবং ব্লকে সোমেন মিত্রের স্মরণ সভার আয়োজন করুন। প্রত্যেক দলীয় অফিসে দলের পতাকা অর্ধনমিত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। সোমেন মিত্রের স্মরণসভার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব মেনে কিভাবে এই অনুষ্ঠান করা হবে সেটা নিয়েও আলোচনা চলছে। চূড়ান্ত হলেই তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে।

এআইসিসি -র পর্যবেক্ষক গৌরব গগৈকে পাশে বসিয়ে প্রদীপবাবু শুক্রবার বলেন, যেভাবে সোমেন মিত্র বামফ্রন্টের সঙ্গে যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করে এসেছেন, সেই পথেই প্রদেশ কংগ্রেস চলবে। তাঁর পথেই বাম দলগুলির সঙ্গে নির্বাচনের সমঝোতাও গড়ে উঠবে। গৌরববাবু বলেন, সোমেন মিত্র যে উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, সেখানে পৌঁছন সত্যিই শক্ত। কিন্তু তাঁর স্বপ্নগুলো আমাদেরই পূরণ করতে হবে।

দিল্লি থেকে কলকাতার সরাসরি বিমান নেই বলে, তিনি সোমেন মিত্রের শেষকৃত্যে যোগ দিতে পারেননি। কিন্তু গতকালই তাঁর দিল্লী থেকে গুয়াহাটি হয়ে কলকাতার বিমান পৌঁছয় সন্ধ্যা ৭:৩০ টায়। বিমানবন্দর থেকেই তিনি এআইসিসি -র সম্পাদক বিপি সিং কে সঙ্গে নিয়ে সোজাসুজি সোমেন মিত্রের বাসভবনে পৌঁছন। সেখানে সোমেন মিত্রের স্ত্রী শিখা মিত্র এবং পুত্র রোহন মিত্রের সঙ্গে সঙ্গে দেখা করেন।

দলের প্রচার শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত অমিতাভ চক্রবর্তী জানান, আজ সকাল থেকেই প্রদেশ কংগ্রেসের কাজ নতুনভাবে শুরু করার জন্য বাংলার অনেক কংগ্রেস নেতার সাথে তিনি কথা বলেন। পরে তিনি বলেন, শীঘ্রই আবার সবার সাথে কথা বলে, সবার মতামত নিয়ে রাজ্য কংগ্রেসের ভবিষ্যতের সংগঠনের রূপরেখা এআইসিসিতে দলের নেতৃত্বকে জানিয়ে দেওয়া হবে। রাজ্যের নেতারা তাঁকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এআইসিসি -র সম্পাদক বি পি সিং সোমেনদার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের কথা স্মরণ করেন।

আমি এখন মুক্ত, গৃহবন্দী থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তি পেলেন সাজ্জাদ লোনে

শ্রীনগর, ৩১ জুলাই (হি.স.): গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেলেন জম্মু ও কাশ্মীরের পিপলস কনফারেন্স চেয়ারম্যান সাজ্জাদ লোনে। প্রায় এক বছর গৃহবন্দী থাকার পর শুক্রবারই মুক্তির স্বাদ পেলেন সাজ্জাদ লোনে। গত বছর জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর সাজ্জাদকে গৃহবন্দী করা হয়। তাঁকে প্রথম ৬ মাসের জন্য রাখা হয়েছিল এমএলএ হোস্টেলে। পরে ২০১৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সরকারি নিবাসে রাখা হয়। এদিন মুক্তির স্বাদ পাওয়ার পর টুইট করে জম্মু ও কাশ্মীরের পিপলস কনফারেন্স চেয়ারম্যান সাজ্জাদ লোনে লিখেছেন, "অবশেষে আমি মুক্তি পেলাম। অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়েছে....."।

গত বছরের ৫ আগস্ট ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করে উপত্যকার বিশেষ মর্যাদা তুলে নেওয়ার দিনই জম্মু-কাশ্মীরের তিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা, ওমর আবদুল্লা ও মেহবুবা মুফতি-সহ বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার বা গৃহবন্দি করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন সাজ্জাদ লোনে। জম্মু কাশ্মীর ভেঙে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখকে আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করা হয়েছিল ওই সময়েই। তার পর গোটা উপত্যকায় জারি হয়েছিল কড়া নিয়ন্ত্রণ। তখন থেকে বন্দিই ছিলেন ওই নেতারা। তবে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই পাল্টেছে। মোবাইল, ইন্টারনেট, কেবল টিভি, ল্যান্ডলাইন-সহ যাবতীয় পরিষেবা চালু হয়েছে। প্রায় পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে উপত্যকায়। ফারুক আবদুল্লা এবং ওমর আবদুল্লা ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছেন।

মহারাষ্ট্র পুলিশকে বিশ্বাস করতে পারছি না, বিস্ফোরক সুশান্তের আত্মীয়

পাটনা, ৩১ জুলাই (হি.স.): মহারাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে দিলেন আত্মঘাতী বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মীয় নীরজ কুমার সিং বাবলু। নীরজ কুমার সিং বাবলু হলেন বিহারের বিজেপি বিধায়কও। তাঁর কথায়, মহারাষ্ট্র পুলিশকে আমরা বিশ্বাস করতেই পারছি না।

শুক্রবার ক্ষোভের সুরে নীরজ বলেছেন, এখনও পর্যন্ত মহারাষ্ট্র সরকার কোনও তদন্তই করেনি। কোনও মামলাও দায়ের করা হয়নি। তাঁরা শুধুমাত্র তদন্ত করছে। নামমাত্র কাজ করছেন তাঁরা। আমরা মহারাষ্ট্র পুলিশকে বিশ্বাস করি না।" প্রসঙ্গত, সুশান্ত সিং রাজপুত রহস্য-মৃত্যু মামলায় মহারাষ্ট্র পুলিশ শুধুমাত্র জেরাই করছে, কিন্তু কাউকে গ্রেফতার করেনি। এদিকে, শুক্রবারই মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ জানিয়েছেন, সুশান্ত সিং রাজপুত আত্মহনন মামলার তদন্ত করা উচিত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর, যেহেতু আর্থিক সাইফোনিংয়ের বিষয় প্রকাশ্যে আসছে।

করোনা-প্রকোপ ! ১৭ শ্রাবণ গাজি সাহেবের মেলা বন্ধের সিদ্ধান্ত

ঘুটিয়ারি শরীফ, ৩১ জুলাই (হি.স.): করোনা-সংক্রমণের জন্য বেশ কিছুদিন ধরেই বন্ধ রাখা হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘুটিয়ারি শরীফের অন্যতম ধর্মীয় স্থান বাবা হজরত সৈয়দ মোবারক গাজি বা গাজি বাবার মাজার। এবার ১৭ শ্রাবণ, গাজি বাবার উরস উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলা বন্ধেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মাজার কমিটির পক্ষ থেকে। প্রতিবছর ১৭ শ্রাবণ উপলক্ষ্যে গাজি বাবার মাজার ও লাগোয়া এলাকায় মেলা বসে। শুধু এ রাজ্য নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই সমস্ত ধর্মের মানুষজন আসেন সেই মেলায়। ১৭ শ্রাবণ বাবার সমাধিতে চাদর চড়িয়ে গাজি বাবার মক্কা পুকুরে শিরনি ভাসালে মনস্কামনা পূরণ হয় বলে কথিত আছে। আর সেই উপলক্ষ্যেই প্রতিবছর এই বিশেষ দিনটিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এই ঘুটিয়ারি শরীফে।

কথিত আছে কয়েকশো বছর আগে যখন এই এলাকা বন-জঙ্গলে ভর্তি ছিল। সেই সময় থেকেই এই এলাকায় বসবাস শুরু করেন গাজি বাবা। এখানেই তিনি ধ্যান, তপস্যা ও ঈশ্বরের আরাধনা করতেন। আশপাশে যে কটি গ্রাম ছিল, সেই সব গ্রামের মানুষজন তাঁকে বড়ই শ্রদ্ধা করতেন। মানুষের বিপদ কানে শুনলেই সেখানে গিয়ে সমাধানের পথ বাতলে দিতেন গাজি বাবা। একবছর এলাকায় প্রবল ক্ষরা দেখা দেয়। বৃষ্টির অভাবে চাষবাস বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এলাকায়। গ্রামের মানুষজন গাজি বাবার শরণাপন্ন হন। বৃষ্টি আনার জন্য নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ধ্যানে বসেন তিনি। কাউকেই দরজা খুলতে বারণ করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই এলাকায় বৃষ্টি নামে। মানুষজন খুশিতে মেতে ওঠেন। কিন্তু তবুও দরজা খুলে ঘর থেকে বের হন না গাজি বাবা। এলাকার মানুষ কৌতূহলবশত ঘরের দরজা খুলে ধ্যানরত অবস্থায় বসে থাকা বাবাকে স্পর্শ করেন। তাঁকে ছুঁয়ে দেওয়ার কারণে তখনই তাঁর মৃত্যু ঘটে বলে দৈব্যবাণী হয় সেই সময়। দিনটি ছিল ৭ই আষাঢ়। ওই দিনকেই গাজি বাবার মৃত্যু দিন বলে ধরা হয়। আর সেদিন থেকে ৪১ দিন পর ১৭ শ্রাবণকে বাবার উরস উপলক্ষ্যে মেলা বসে এলাকায়। এই ১৭ শ্রাবণ মাজার এলাকায় বিভিন্ন ধরণের ইসলামিক গজল, কাওয়ালী, সুফি, তারানা গানের আসর বসে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পীর, ফকিররা যেমন আসেন তেমনি সাধারণ মানুষজনও আসেন সেখানে। গাজি বাবার সমাধিতে চাদর চড়িয়ে মক্কা পুকুরে শিরনি ভাসান তাঁরা। তবে এবার এ সবকিছুই বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। করোনা সংক্রমণ রুখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান মাজার কমিটির সদস্য তথা গাজি বাবার মাজারের কেয়ারটেকার সিরাজউদ্দিন দেওয়ান। তিনি বলেন, " যেভাবে করোনা সংক্রমণ ছড়াচ্ছে তাতে আমরা ভীষণ আতঙ্কিত। ১৭ই শ্রাবণের মেলায় বিভিন্ন জায়গা থেকে লাখ লাখ মানুষ এই মেলায় আসেন। ফলে এখান থেকে সংক্রমণের ভয় রয়েছে। সেই কারণেই এবার মেলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।" শুধু ১৭ই শ্রাবণ নয়, সারা বছরই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিন্দু, মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন এই মাজারে আসেন। দক্ষিন ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম ধর্মীয় স্থান হিসেবে এটি পরিচিত।

করোনা আক্রান্ত হয়ে ফের বলি চিকিৎসক

কলকাতা,৩১ জুলাই (হি স): করোনা হানা পিছু ছাড়ছে না মহানগরীর। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আতঙ্ক। কিন্তু এরই মাঝে ভয় না পেয়ে রোগীদের সেবায় রত চিকিৎসকরা। কিন্তু ফের করোনা আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার মৃত্যু হল এক প্রবীণ চিকিৎসকের। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত ছিলেন তিনি।

বেসরকারী হাসপাতাল সূত্রে খবর, কিছুদিন আগে করোনা উপসর্গ মেলায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল জেনারেল মেডিসিনের চিকিৎসক পি কে ব্যানার্জির। এরপর নমুনা রিপোর্ট পজিটিভ আসায় ওই চিকিৎসককে ভর্তি করা হয়েছিল সল্টলেকের এক বেসরকারি হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। এদিন মৃত্যু হয় চিকিৎসকের। জানা যাচ্ছে,চিকিৎসক হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন। এক মাস আগে হৃদযন্ত্রে ২টি স্টেন্ট বসানো হয়।

হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল/কাকলি

এবার করোনা আক্রান্ত হলেন ব্রাজিলের ফার্স্ট লেডি

ব্রাসিলিয়া,৩১ জুলাই (হি. স.) : প্রেসিডেন্ট সেরে উঠতে না উঠতেই এবার করোনা আক্রান্ত হলেন ব্রাজিলের ফার্স্ট লেডি। রাষ্ট্রপতি জাইর বলসোনারোর স্ত্রী মিশেল বলসোনারো করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর রয়েছে। বৃহস্পতিবার এখবর নিশ্চিত করেছে প্রেসিডেন্টের কার্যালয়। তবে রিপোর্ট পজিটিভ এলেও এখন ফার্স্ট লেডির শরীর ভাল আছে বলে জানা যাচ্ছে। এর আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, রাষ্ট্রপতি জাইর বলসোনারো। জুলাই মাসের শুরুর দিকে তিনি করোনায় আক্রান্ত হন। তবে এখন সুস্থ তিনি।

এছাড়া ব্রাজিল সরকারের মোট ৫ জন মন্ত্রীরও করোনা ধরা পড়েছে। বৃহস্পতিবার নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর দেন ব্রাজিলের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ম্যাক্রস পোন্টেস। তাঁকে ধরেই মোট ৫ মন্ত্রী করোনায় আক্রান্ত।

হাওড়ায় একই দিনে দুটি এটিএম লুঠের চেষ্টা

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি স): করোনা আবহের মাঝেই শহরে দুটি এটিএমে লুটের চেষ্টা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দুটি জনবহুল এলাকায় এটিএম লুঠের চেষ্টা দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার জানাজানির পর কপালে ভাঁজ পড়েছে পুলিশের। জানা যাচ্ছে, যে দুটি এটিএম লুঠ করার চেষ্টা করা হয় সেই দুটি এটিএমেরই বাইরের সিসি ক্যামেরা খারাপ ছিল। একটি হাওড়া থানার অন্তর্গত ফজিরবাজার এলাকায় আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের এটিএম। আর অন্যটি চ্যাটার্জিহাট থানার অন্তর্গত ঘোষপাড়া এলাকায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের এটিএম। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তবে, এটিএম -র সামনের ক্যামেরা খারাপ একথা দুষ্কৃতীদের জানার কথা নয়। শুধুমাত্র কর্মীরাই সেকথা জানতে পারে। তা হলে এই ঘটনার পিছনে এটিএমের কেউ জড়িত কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবাদে পথে এসএফআই

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি স): নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি মানতে নারাজ বাম সংগঠন এসএফআই। করোনা আবহের মাঝেই নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির প্রতিবাদে পথে নামলে এসএফআই। শুক্রবার ওয়েলিংটন মোড় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মিছিল করে যায় এসএফআই।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবাদে সরব এসএফআই। মিছিলকারীদের অভিযোগ সংসদকে এড়িয়ে কেন এই নতুন শিক্ষানীতি। আর তারই প্রতিবাদে কলকাতার পথে নামতে হয়েছে তাদের দাবি এসএফআই- র। প্রসঙ্গত,৩৪ বছরের শিক্ষানীতির বদলে শিক্ষাক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তনের ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছাড়পত্র পেয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি । এর ফলে দেশে পড়াশুনার ধরনে বড়সড় বদল আসতে চলেছে । সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই এই নীতি প্রণয়ন করতে চায় কেন্দ্র ।নয়া শিক্ষা নীতিতে স্কুল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষাতেও বড়সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে । এবার থেকে স্নাতক অনার্স কোর্স তিন বছরের নয়, চার বছরের । স্নাতকোত্তরে ১ বা দুবছরের কোর্স পড়ানো হবে । এছাড়া স্নাতক ও স্নাতকোত্তর একসঙ্গে পড়ার জন্য ৫ বছরের একটি ইন্টিগ্রেটেড কোর্সেরও ব্যবস্থা রয়েছে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে ।

জনসাধারণের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের জন্য প্ল্যাটিনাম পুরস্কার পেল পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা, ৩১জুলাই (হি. স.): ফের নতুন পালক যোগ হল পশ্চিমবঙ্গের মুকুটে। সারা দেশের নিরিখে জনসাধারণের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের জন্য প্ল্যাটিনাম পুরস্কার পেল পশ্চিমবঙ্গ। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে আয়োজিত হয়েছিল ৬৬তম স্কচ শীর্ষক সম্মেলন। সেখানে স্কচ ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্মানজনক এবং সর্বোচ্চ ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্ল্যাটিনাম পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে ।প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সারা দেশ থেকে নির্বাচিত অসামান্য প্রকল্পের মধ্যে সকল বিভাগে সেরা হিসাবে বিবেচিত হয় বাংলা। শুক্রবার নবান্নের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সারা দেশের বিচারে প্রায় ৪০০০ প্রকল্প মনোনয়ন পেয়ে ছিল। প্রকল্পগুলিকে স্কচ ফাউন্ডেশন প্রতি বছর দশটি রৌপ্য, তিনটি স্বর্ণ এবং একটি প্ল্যাটিনাম পুরস্কার প্রদান করে। জনসাধারণের অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মডেলটির পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনন্য উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসাবে এই পুরস্কার পেলো। পাশাপশি সমস্ত অভিযোগের কার্যকর পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও সমাধানের জন্য রাজ্যের ঝুলিতে এল এই পুরস্কার। প্রসঙ্গত, এইবছর নতুন নয়। গত বছরও রাজ্য এই পুরস্কার পায়। সেবারে মোট ৮.১৬ লক্ষ অভিযোগের ৯৫শতাংশ এরও বেশি সমাধান করেছিল রাজ্য।

লকডাউনের ভুয়ো খবরে তোলপাড় গোটা শ্রীরামপুর

হুগলি, ৩১ জুলাই (হি. স.) : কড়া লকডাউনের পথে হুগলির শ্রীরামপুর, শুক্রবার সকাল থেকেই এই খবরটি সবার মুখে মুখে, শ্রীরামপুরে নাকি লকডাউন হবে, আগামী মাসের ৪ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত লকডাউন ঘোষনা করেছে শ্রীরামপুর পৌরসভা।এই খবরটি র ছড়িয়ে পরে সোস্যাল মিডিয়াতেও, এমনকি কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যম ও এই খবরটি প্রকাশ করে। আর তাতেই গোটা শ্রীরামপুরের ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ, সবার কাছেই এই লকডাউনের খবরে রিতিমত চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু গোটা খবর টাই যে একেবারে ভুয়ো তা জানা গেলে বেলা বাড়তেই। এই ভুয়ো খবরে রিতিমত অসস্তিতে পরে যায় শ্রীরামপুর পৌরসভা।

অবশেষে আসরে নামে পৌরসভা। আসল সত্যিটা জানান শ্রীরামপুর পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন পৌর সদস্য সন্তোষ সিং।সংবাদ মাধ্যমের কাছে তিনি জানান লকডাউনের এই খবরটি সম্পুর্ন মিথ্যা খবর। এর কোনো সত্যতা নেই। তিনি আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য সংবাদ মাধ্যমে কাছে দেন। তিনি জানান শ্রীরামপুরের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন প্রশাসন, দিন প্রতিদিন এই শহরে বারছে আক্রান্তে সংখ্যা। এর মোকাবিলায় লকডাউন করা যায় কিনা তার প্রস্তাব জেলাশাসকে কাছে পৌরসভার লেটার হেডে দেয় পৌরসভা। কেনো ক্রমে সেই প্রস্তাবিত লেটারহেডের বয়ানটি মোবাইলে ক্যামেরা বন্দি করে পৌরসভারই কোনো এক ব্যাক্তি।এই লেটার হেডের ছবি বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়া ঘুরতে থাকে।রিতিমত ঘোষনা হয়ে যায় যে আগামী মাসে ৪ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত শ্রীরামপুরে লকডাউন হবে।

সন্তোষ সিং জানান এই রকম চিন্তা ভাবনা এখনও পর্যন্ত পৌরসভা নেয়নি।কোনো লকডাউন হচ্ছে না শ্রীরামপুরে। এই খবরটি সম্পুর্ন গুজব। পৌরসভার মধ্যে থেকে কে বা কারা এই লেটার হেডের ছবি প্রকাশ্যে আনলো তার তদন্ত করবে পৌরসভা।কেনোই বা এই ভুয়ো খবরটি তারা প্রকাশ্যে আবলো তা দেখা হবে।

তিনসুকিয়ার লিডুতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এনএসসিএন (আইএম) ক্যাডার

তিনসুকিয়া (অসম), ৩১ জুলাই (হি.স.) : উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার লিডু এলাকায় ভারতীয় সেনার হাতে আটক হয়েছে এনএসসিএন (আইএম) নাগা জঙ্গি সংগঠনের এক সক্রিয় ক্যাডার। ধৃত জঙ্গিকে এনএসসিএন (আইএম)-এর স্বয়ম্ভূ সার্জেন্ট বৈসাং বয় বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

শুক্রবার জেলা পুলিশ সদর দফতর সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ভারতীয় সেনার গাড়োয়াল রেজিমেন্টের জওয়ানরা নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে লিডু পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত তিরাপ কলিয়রি এলাকায় হানা দিয়ে এনএসসিএন (আইএম)-এর স্বয়ম্ভূ সার্জেন্ট বৈসাং বয়কে আটক করেছেন। তার মূল বাড়ি পার্শবর্তী অরুণাচল প্রদেশের দেওমালি গ্রামে। ধৃতের হেফাজত থেকে একটি পয়েন্ট টু টু (.২২) পিস্তল, চারি রাউন্ড সক্রিয় গুলি এবং নগদ ১,৭০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রাতেই আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি সহ নাগা জঙ্গিকে মার্ঘেরিটা থানার হাতে তুলে দিয়েছে সেনা।

পুলিশের সূত্রটি বলেছে, বহুদিন ধরে আন্তঃরাজ্য সীমান্ত এলাকায় নানাধরনের অপরাধজনিত কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিল এনএসসিএন (আইএম)-এর স্বয়ম্ভূ সার্জেন্ট বৈসাং বয়।

খাসিয়ামঙ্গল গণধর্ষণ ঃ দুই অভিযুক্ত অধরা, পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার খাসিয়া মঙ্গলে গণধর্ষণের ঘটনায় জড়িত গ্রেফতার ৪ জনকে পুলিশ রিমান্ড শেষে খোয়াই জেলা আদালতে পুনরায় সোপর্দ করা হয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ গণধর্ষণ মামলা সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ এই মামলার তদন্ত আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। উল্লেখ্য গণধর্ষণের মামলায় দই মূল অভিযুক্ত এখনো পলাতক। তাদেরকে গ্রেফতার না করা পর্যন্ত এই মামলার কিনারা করতে পারছে না পুলিশ। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে গণধর্ষণের ঘটনার পর দুই মূল অভিযুক্ত পালিয়ে সোনাপুর এলাকায় আত্মগোপন করেছে। তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে না পারা পুলিশের ব্যর্থতারই পরিচায়ক বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। অবিলম্বে দুই মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে। উল্লেখ্য খাসিয়া মঙ্গলে গণধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় বইছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

বিশালগড়ের নিচের বাজারে লকডাউনের মধ্যে বন্ধ নেই মদের দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ জুলাই।। লকডাউনেও মদের দোকান বন্ধ নেই। এই অতিমারির জন্য রাজ্যে চলছে লকডাউন। আর এই লকডাউনের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বিশালগড় কামথানা রোড স্থিত নিচের বাজারের নতুন মদের দোকানটি সকাল থেকে পেছনের দর্জা দিয়ে মদ বিক্রি করার অভিযোগ আসে শুক্রবার বিকেলে বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্যর কাছে। এই খবরটি পেয়ে মহকুমা শাসক তার অফিসের স্টাফদের নিয়ে তরিঘরি ছুটে যায় ঘটনারস্থলে। এবং তিনি গিয়ে দেখতে পান দোকানের কর্মচারীরা দোকান তালা দিয়ে বের হচ্ছে। তিনি তাও বুঝতে পারেন সকাল থেকে দোকানে মদ বিক্রি করা হয়েছে। যদিও দোকানের মালিককে খুজে পাননি। তবে মহকুমা শাসক জানান দোকান মালিকের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া এদিন লালশিংমুড়া বাজারেও অভিযান চালিয়ে পথচলতি বাইক আরোহী এবং মানুষদের মুখে মাস্ক ও হেলমেট না থাকায় তাদের কাছ থেকে ফাইন আদায় করা হয়।

পানিসাগরে লরি আটকে প্রচুর গাঁজা বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে শুক্রবার দুপুর নাগাদ একটি লরি আটক করে প্রচুর পরিমান শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা যায়, পানিসাগর থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লরিটি থানার সামনে আটক করে তল্লাশি চালায়। লরিটি তল্লাশি চালিয়ে ২৬০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। গাঁজার বাজার মূল্য ২৬ লক্ষাধিক টাকা গাড়ির চালক কিষাণ লালকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গাড়ি চালকের বাড়ি জম্মু-কাশ্মীরে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানান, রাজ্য সরকার যখন রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ঠিক সময়েইও পাঁচারকারীরা লকডাউন অমান্য করে নেশা পাচার অব্যাহত রেখেছে। এ ধরনের নেশা পাচারের বিরুদ্ধে পুলিশ তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। আগামী দিনেও এই ধরনের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলে জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

প্রচুর

● প্রথম পাতার পর

এবং অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার বন্ধ করা কোনদিনই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মানুষের জনসচেতনতাই সবচেয়ে বড়। সোনামুড়া এস ডি এম এসব বিষয়ে জনগণকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

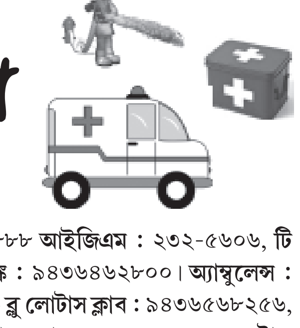

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দক্ষিণ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৫০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১৯৭৩-র ১৪৪ ধারা অনুযায়ী দক্ষিণ জেলার অন্তর্গত বিলোনীয়া ও সাবম মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটারের মধ্যে রাত ৯টা থেকে পরেরদিন ভোর ৫টা পর্যন্ত সময়ে সাধারণ মানুষ এবং যানবাহন চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশে উল্লিখিত সময়ে চার বা ততোধিক ব্যক্তির একসঙ্গে চলাচলে নিষেধা'া আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার, বিলোনীয়া অথবা সাবমের মহকুমা শাসকের বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া সাধারণ মানুষ এবং যানবহণের চলাচলের উপরও এই সময়ে নিষেধা'া আরোপ করা হয়েছে। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত সামরিক/ আধাসামরিক এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সদস্য, দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার এবং সাবম ও বিলোনীয়ার মহকুমা শাসকের বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, জরুরী সরকারী কাজে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী, জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজন এমন ব্যক্তি এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এই বিধিনিষেধ ২৪ জলাই, ২০২০ থেকে বলবৎ হয়েছে এবং তা ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আই পি সি'র ১৮৮ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নতুন শিক্ষানীতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ভারত সরকার তথা মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে তথা বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রককে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে। দীর্ঘ প্রায় ৩৪ বছর পরে ভারতবর্ষের শিক্ষায় নুতন যে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ প্রবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তার জন্য শিক্ষক সমাজ বিশেষ করে ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা, সমাজের বিভিন্ন অংশের বুদ্ধিজীবীবর্গ, শিক্ষক সমাজ, পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য-সদস্যা এবং প্রায় দুই লক্ষেরও বেশী বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত সাধারণ জনগণ — যারা এই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন, তাদের সকলকেই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে সংগঠন।সংগঠনের বক্তব্য কোন দেশ বা রাষ্ট্র উন্নতি ও প্রগতির দিকে ধাবিত হয়, কেবলমাত্র শিক্ষার পরিবর্তনের মাধ্যমেই। তাই বর্তমানে এই সময়োপযোগী স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের, রাজ্যের, সমাজের এবং প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গের কল্যানার্থে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০-এর প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন অতি আবশ্যক।

আক্রান্ত ২৭৫

● প্রথম পাতার পর

দূরত্ব বজায় থাকে এবং বাজারগুলিতে যেন ভিড় না হয় তার জন্য সকাল থেকে বাজারগুলিতে অভিযান চালানো হচ্ছে। লকডাউনের সময়সীমা বৃদ্ধি করার পর বাজারগুলিতে ক্রেতা বিক্রাতারা ভিড় জমাতে শুরু করেছে। অন্যদিকে রাজ্যে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে প্রশাসনকে ময়দানে নামতে হয়েছে।

এইদিন রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজার, বটতলা বাজার, লেইক চৌমুহনী বাজার, দুর্গা চৌমুহনী বাজারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একের পর এক অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে পশ্চিম জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের পাশাপাশি সদর মহকুমার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নেতৃত্বে ছিলেন। সদর মহকুমার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান সময় ও জায়গা বুঝে বাজার গুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রনে আনার প্রচেষ্টা চলছে। মাস্ক সঠিক ভাবে ব্যবহার না করার জন্য এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখার জন্য এইদিন আনুমানিক ৭ হাজার টাকা জরিমানা সংগ্রহ করা হয়েছে।

যারা জরিমানা দিতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে আটক করা হয়েছে। সকলকে সরকারী নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি।এইদিন সকাল থেকে বাজার গুলিতে ক্রেতা বিক্রেতাদের ভিড় এতটাই বেশি ছিল যে, যে কেউ দেখলে মনে করবে লকডাউন নয়, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বাজার চলছে। তবে আরক্ষা প্রশাসন ও পশ্চিম জেলা প্রশাসন যৌথ ভাবে অভিযান শুরু করার পরও বাজার গুলিতে ভিড় হ্রাস পায়। এবং বাজার গুলি নিয়ন্ত্রনে আসে।

শ্রমিকরা

● প্রথম পাতার পর

মেরামতের কাজ অনেক ভালো হবে বলে তিনি মনে করেন। জাতীয় সড়ক মেরামতের কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। এদিকে জাতীয় সড়কের মেরামতের কাজে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার এবং শ্রমিকরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কাজ চলাকালে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না হলে তারা কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

মার্কশিট

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষার্থীয় মূলত ৪০৮টি স্কুলের ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছে। তারা রাজ্যের ৬০টি পরীক্ষাকেন্দ্রভুক্ত মোট ৮৬টি বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। তিনি বলেন, এ বছর মাদ্রাসা ফাজিল পরীক্ষায় নাম নথিভুক্ত করে ২৮ জন। তাদের মধ্যে ছাত্রী রয়েছে সাত জন। তারা মূলত কৈলাসহর (টিলাবাজার), ধর্মনগর (কুর্তি) এবং সোনামুড়ায় অবস্থিত মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষা দিয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, এ বছর মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষা দিয়েছে ১৯৫ জন। তাদের মধ্যে ছাত্রী রয়েছে ১৬ জন। আলিমের পরীক্ষার্থীরা ওই তিনটি মাদ্রাসা ছাড়া বিশালগড় (কড়ইমুড়া), বক্সনগর, উদয়পুর (রাজধননগর) এবং বড়নারায়ণ (কাঁঠালিয়া) মাদ্রাসার। তিনি বলেন, মাদ্রাসা আলিম পুরাতন সিলেবাসে পরীক্ষা দিয়েছে মাত্র এক জন। এবার মাধ্যমিক পুরাতন সিলেবাস পরীক্ষায় নাম নথিভুক্ত করেছিল ৩০১ জন। যাদের মধ্যে ২১১ জন পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের মধ্যে ছাত্র ৮৬ জন ও ছাত্রী ১২৫ জন। তিনি বলেন, তফশিলি জাতি ৪২ জন, তফশিলি উপজাতি ৭০ জন ও অন্যান্য ১৯ জন রয়েছে।

পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন, এ বছর উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু হয়েছিল ২৪ এপ্রিল। সমাপ্ত হয়েছে ২২ মে। তাঁর কথায়, এবার উচ্চমাধ্যমিকে গড় পাশের হার ৮০.৮০ শতাংশ। গত বছর পাশের হার ছিল ৮০.৫১ শতাংশ। তিনি বলেন, এ বছর কলা বিভাগে ৭৯.৫২ শতাংশ, বাণিজ্য বিভাগে ৭৮.৫৬ শতাংশ এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৮৯.৮৫ শতাংশ, মাদ্রাসা ফাজিল কলা বিভাগে ৬৩.৬৪ শতাংশ এবং থিওলজিতে ৭৬.৪৭ শতাংশ পাশ করেছে। এদিন পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন, এ বছর উচ্চমাধ্যমিকে তফশিলি উপজাতি ৬৮.৫৩ শতাংশ এবং তফশিলি জাতি ৮৩.৮১ শতাংশ পাশ করেছে। এদিকে, এডিসি এলাকায় বিদ্যালয়ে ৭০.৬৮ শতাংশ পাশ করেছে। তাছাড়া, জেলাস্তরে পাশের নিরিখে সিপাহিজলা জেলা শীর্ষে রয়েছে। সিপাহিজলা জেলায় ৮৪.২৭ শতাংশ পাশ করেছে। অন্যদিকে ধলাই জেলায় সর্বনিম্ন পাশের হার, ৭৩.৮৪ শতাংশ। পর্ষদ সভাপতির কথায়, এবছর ২৭টি স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকে ১০০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। তবে, একটি স্কুলের ১০০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীই অনুর্ত্তীর্ণ হয়েছে।

পর্ষদ সভাপতি বলেন, এ বছর সংশোধনাগার থেকে কেউ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেননি। তাছাড়া, অসদুপায় অবলম্বনের জন্য ২ জনকে বহিষ্কার এবং একজনকে আরএ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ বছর ১০ জন দৃষ্টিহীন এবং ১৮ জন দিব্যাঙ্গ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে। পর্ষদ সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে পরীক্ষা সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তালিকা প্রকাশ

● প্রথম পাতার পর

সাথে টেলিফোনে কথাও বলেছেন। আগামীদিনে তাঁদের সাফল্য কামনা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী।

এদিকে, উচ্চতর মাধ্যমিকে এ বছর বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম দশে ১৭ জন ছাত্রছাত্রী স্থান করে নিয়েছে। প্রথম হয়েছে আর্য্য কলোনী এইচ এস স্কুলের রুচিকা সরকার। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৩। দ্বিতীয় হয়েছে উমাকান্ত একাডেমির দ্বীপজয় রুদ্র শর্মা। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৭২। তৃতীয় হয়েছে বাইখোরা এইচ এস স্কুলের অঙ্কিতা বৈদ্য। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৯। চতুর্থ হয়েছে মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অঙ্কন দেব। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৬। পঞ্চম হয়েছে উমাকান্ত একাডেমির রূপক সরকার। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬১। ষষ্ঠ হয়েছে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের আকাশদ্বীপ দে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৯। সপ্তম হয়েছে ৩ জন। এরা হলেন বি বি ইনস্টিটিউশনের শিবরাজ দেব, উমাকান্ত একাডেমি (ইংলিশ মিডিয়াম) ঋতভাষ দেবনাথ ও শিশু বিহার এইচ এস স্কুলের পথিক দে। তাদের সকলের প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৫। অষ্টম স্থান অধিকার করেছে ২ জন। এরা হলো বিবেকানন্দ শিশু নিকেতনের রশ্মি দেব ও শিশু বিহার এইচ এস স্কুলের বর্নিতা সূত্রধর। তাদের দুইজনের প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৪। নবম হয়েছে ৪ জন। এরা হলেন গোল্ডেন ভ্যালি এইচ এস স্কুলের তন্ময় নাথ, এম টি গার্লস এইচ এস স্কুলের সৃষ্টি বণিক, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের রাজশ্রী দেব ও শিশু বিহার এইচ এস স্কুলের ঈশিতা পাল। তাদের সকলের প্রাপ্ত নম্বর ৪৫২। দশম হয়েছে ২ জন। এরা হলেন উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম এইচ এস স্কুলের পল্লবী দেবনাথ ও ধর্মনগর সরকারি গার্লস এইচ এস স্কুলের দেবার্চনা ভ-াচার্য। তাদের দুই জনের প্রাপ্ত নম্বর ৪৫১।

উচ্চতর মাধ্যমিকে এ বছর কলা বিভাগে প্রথম দশে ১১ জন ছাত্রছাত্রী স্থান করে নিয়েছে। প্রথম হয়েছে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ এইচ এস স্কুলের বিপাশা চক্রবর্তী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮২। দ্বিতীয় হয়েছে শিশু বিহার এইচ এস স্কুলের রাজবীর দত্ত। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৭১। তৃতীয় হয়েছে বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ এইচ এস স্কুলের পায়েল দেবনাথ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৭। চতুর্থ হয়েছে বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ এইচ এস স্কুলের নিকিতা নাগ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৬। পঞ্চম হয়েছে ২জন। এরা হলো ঋষ্যমুখ এইচ এস স্কুলের সন্দীপা মল্ল ও নেতাজী বিদ্যাপীঠ ইংলিশ মিডিয়াম এইচ এস স্কুলের সৌভিক চক্রবর্তী। তাদের ২ জনের প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৫। ষষ্ঠ হয়েছে খোয়াই সরকারি গার্লস দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের স্নিগ্ধা চৌধুরী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৪। সপ্তম হয়েছে গান্ধীগ্রাম এইচ এস স্কুলের সংঘমিত্রা দেব। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৩। অষ্টম হয়েছে ঋষ্যমুখ এইচ এস স্কুলের সুনন্দনা শীল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬১। নবম হয়েছে শিশু বিহার এইচ এস স্কুলের ধৃতিমান ভ-াচার্য। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬০। দশম হয়েছে মেলাঘর গার্লস দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মৌসুমী দাস। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৯।

উচ্চতর মাধ্যমিকে এ বছর বাণিজ্য বিভাগে প্রথম দশে ১১ জন ছাত্রছাত্রী স্থান করে নিয়েছে। প্রথম হয়েছে প্রাচ্যভারতী এইচ এস স্কুলের স্বরূপা বণিক। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৫। দ্বিতীয় হয়েছে কামিনী কুমার সিংহ মেমোরিয়াল এইচ এস স্কুলের অঙ্কিতা পাল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৪৬। তৃতীয় হয়েছে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সবিতা পাল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৪০। চতুর্থ হয়েছে উমাকান্ত একাডেমির প্রকাশ জ্যোতি শর্মা। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৩৭। পঞ্চম হয়েছে ২ জন। এরা হলো কড়ইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের জন্নতুল ফিরদৌস ও বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অন্তরা দেবনাথ। তাদের ২ জনের প্রাপ্ত নম্বর ৪২৮। ষষ্ঠ হয়েছে উমাকান্ত একাডেমির বিশাল সাহা। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪২১।

সপ্তম হয়েছে নেতাজী সুভষ বিদ্যানিকেতনের তিথি ভৌমিক। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪২০। অষ্টম হয়েছে কামিনী কুমার সিংহ মেমোরিয়াল এইচ এস স্কুলের সুমন রুদ্রপাল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪১০। নবম হয়েছে কামিনী কুমার সিংহ মেমোরিয়াল এইচ এস স্কুলের জয়দ্বীপ সাহা। তার প্রাপ্ত নম্বর ৩৯৮। দশম হয়েছে উমাকান্ত একাডেমির হৃদয় সাহা। তার প্রাপ্ত নম্বর ৩৯৬।

আইনমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কর্ণাটক এবং ত্রিপুরার উল্লেখ রয়েছে। এই পিটিশনে বলা হয়েছে যে সমস্ত চিকিৎসক এবং নার্সরা করোনা অতিমারী চলাকালীন কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন তাদেরকে ছুটিতে রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এই বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন হয়। এই পিটিশনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, যেসমস্ত চিকিৎসক, নার্স সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন তাদেরকে 'অন ডিউটি' হিসেবে গণ্য করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে এফিডিবিট দেওয়ার কথা বলেছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

হবে, যেন সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা নেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবকরা জনগণকে সচেতন করতে পারেন। রাজ্যে মহিলা সংক্রান্ত পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দপ্তরের মহিলা হেল্পলাইনে বা ইমার্জেন্সী রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেমে যেসকল কলগুলি আসছে তা নিয়মিত ফলোআপ করে নিপত্তির জন্য কাউন্সিলিং-এর প্রয়োজিনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের সভায় গৃহ পরিচারিকাদের নাম পরিবর্তন করে এখন থেকে গৃহ সহায়িকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব দীপা ডি নায়ার, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচিগুলি তুলে ধরেন। টিকাকরণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রেফারেল সার্ভিস, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা এবং অতিরিক্ত পুষ্টি প্রদান ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা সম্পর্কে আলোকপাত করেন তিনি। তিনি জানান, রাজ্যে ৯,৯১১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ মাস থেকে ৬ বছর পর্যন্ত ৩,২৫,৪১৯ জন শিশু এবং ৬৩,৪১৫ জন গর্ভবতী মহিলা বিভিন্ন পরিষেবা পাচ্ছেন। তিনি বলেন, মারাত্বকভাবে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের পুষ্টি যুক্ত অতিরিক্ত খাবার দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পরিশ্রুত পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৩০৬ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক ইতিমধ্যে ২৩৪টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। তিনি বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা নিরুপনের জন্য ধলাই জেলায় ১,২৩৫টি এবং খোয়াই জেলায় ৯১৭টি গ্রোথ মনিটরিং যন্ত্র দেওয়া হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। পোষণ অভিযানের অধীনে ৩,৮৪৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এল পি জি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। পিছিয়ে পড়া ৫০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে চিহ্নিত করে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনায় এ পর্যন্ত মোট ৫৯,১৯৪ জন সুবিধাভোগী নথিবদ্ধ হয়েছে। বিদ্যালয় বর্হিভূত ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে। চলতি বছরে ৩৮৬ জন কিশোরী এ সুবিধার জন্য চিহ্নিত হয়েছে। ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি রাজ্যের ৭টি জেলায় রূপায়িত হবে। তিনি বলেন, গার্হস্থ হিংসার শিকার হলে মহিলা বা মেয়েদের সহায়তার জন্য প্রতিটি জেলায় ওয়ান স্টপ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই ওয়ান স্টপ সেন্টারগুলি আপাতত অস্থায়ীভাবে কাজ শুরু করলেও সেগুলির স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে বলে বিশেষ সচিব জানান। তিনি বলেন, রাজ্যে ৪টি স্বধর গৃহ রয়েছে। ২০১৯-২০ সালে ৩২৩ জন মহিলা এবং শিশুকে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মহিলা পুলিশ স্বেচ্ছাসেবক নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ছেলেদের জন্য তিনটি শিশু আবাসন নির্মাণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দপ্তরের বিশেষ সচিব আরও জানান, ২০১৯-২০ সালে ১,২০১ জন দিব্যাঙ্গজনকে বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। ৮৬,১৫৫ জনকে দিব্যাঙ্গ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের ৩৩টি সামাজিক ভাতা প্রকল্পে ৩,৯২,৯৬২ জন সুবিধাভোগী ভাতা পাচ্ছেন।

পর্যালোচনা সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আলোচনায় অংশ নেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা প্রিন্সি রানি সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ফিরলেন

● প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশ ফেরত ত্রিপুরার নাগরিক-দের গ্রহণে সমস্ত আয়োজন কঠোরভাবে করা হয়েছিল। কোন ঝুঁকি না নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা-য় ত্রিপুরার নাগরিক-রা ফিরেছেন। তাঁদের নমুনা সংগ্রহের পর প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে।

এ-বিষয়ে পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সঙ্গীতা চক্রবর্তী বলেন, বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে ৭৫ জন ত্রিপুরার নাগরিকের ফিরে আসার তালিকা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু, ৫২ জন আজ ফিরেছেন। তাঁর কথায়, বাংলাদেশ ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের মধ্যে ২৮ জন সে-দেশের সরকার অনুমোদিত ল্যাব থেকে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করে রিপোর্ট সাথে নিয়ে এসেছেন। তাঁদের সকলের রিপোর্ট নেগেটিভ ছিল। তাই ওই ২৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়নি। বাকিদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আরটি-পিসিআর যন্ত্রে ওই নমুনা পরীক্ষা করা হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের আগরতলাস্থিত পিআরটিআই-তে একান্তবাসে রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছে, বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত সংস্থা কিংবা হাসপাতাল থেকে কোভিড-১৯ পরীক্ষার রিপোর্ট নেওয়ার ৭২ ঘণ্টর মধ্যে ওই রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দেখে আনন্দিত হন। আপ্লুত হয়ে তিনি এক টুইট বার্তায় বলেন, আমাদের স্থানীয় কারিগরদের দ্বারা তৈরি দুর্দান্ত বাঁশের মাস্ক পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশি। তিনি বলেন, হস্তশিল্প পর্ষদের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী আজ বাঁশ ও কাপড় দিয়ে তৈরি মাস্ক উপহার দিয়েছেন। হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের কারিগরদের যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে। আমি তাদের প্রচেষ্টা উপলব্ধি করতে পেরেছি।

কড়া হুঁশিয়ারি বীরেন সিঙের

আটের পাতার পর

প্রসঙ্গত, বুধবার রাতে গুলি ও বোমা হামলায় আসাম রাইফেলস-এর চতুর্থ ব্যাটলিয়নের প্রণয় কলিতা (নম্বর ৪১২১৬০, এইচএভি/জিডি), রতন সালাম (নম্বর ৫০০৯৫৭৪, আরএফএন/জিডি) এবং মেথনা কন্যাক (নম্বর ৫০০৫৮৩৯, আরএফএন/জিডি) শহিদ হয়েছেন। এছাড়া গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘায়েল হয়েছেন পাঁচজন। তাঁরা সুবেদার এস হাওকিপ, হাবিলদার নিতুল শর্মা, রাইফেলম্যান বিবেকানন, রাইফেলম্যান সন্দির কুমার এবং সেপাই আনিস কুমার (আর্ময়)। আহত পাঁচ ঘায়েল জওয়ানকে ইমফলে অবস্থিত সেনা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এক যৌথ বিবৃতি পাঠিয়ে বুধবার রাতে মণিপুরের রাজধানী ইমফল থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে চান্দেল জেলার ভারত মায়ানমার সীমান্তবর্তী সাজিকতামপাক এলাকায় হামলার দায় স্বীকার করেছে মণিপুর নাগা পিপলস ফ্রন্ট (এমএনপিএফ), পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) এবং ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম স্বাধীন (আলফা-স্বা)। যৌথ বিবৃতিতে তারা 'ভারতীয় সম্রাজ্যবাদ'-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে।

গ্রহণ করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে এবং পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে তা তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে রূপায়ণ করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর ২৫ হাজার ১২৯ জন এবং নবম ও দশম শ্রেণীর ১১ হাজার ৫২৬ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রীকে প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে দপ্তর। তিনি আরও জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৯,৩৩৪ জন ছাত্রছাত্রীকে ড. বি আর আম্বেদকর মেরিট অ্যাওয়ার্ড এবং ৯৫২ জন ছাত্রছাত্রীকে বোর্ডিং হাউজ স্টাইপেণ্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের ২৬টি এস সি হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীদের বি'ান, ইংরেজি ও অংক বিষয়ে বিশেষ কোচিং দেওয়ার জন্য ১০০ জন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। পোস্ট-মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদানের ক্ষেত্রে যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের সঠিকভাবে নির্বাচন করে শিক্ষা দপ্তরে নাম পাঠানোর ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকদের আরও কার্যকরী ভূমিকা নেওয়ার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীদের বি'ান, ইংরেজি ও অংক বিষয়ের জন্য বিশেষ কোচিং দেওয়ার যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে ছাত্রছাত্রীদের কেমন উন্নতি হয়েছে তা মূল্যায়ন করার জন্যও বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় সচিব আরও জানান, রাজ্যের তপশিলি জাতিভুক্ত শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা লাভে সহায়তা করতে একটি নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে দপ্তর। এছাড়াও ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৮৩ জনকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স ও টি সি এস/টি পি এস পরীক্ষার জন্য এবং ৩৯৩ জনকে বিভিন্ন পেশাগত কোর্সের জন্য দপ্তরের মাধ্যমে কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। পর্যালোচনা সভায় এছাড়াও বাবু জগজীবন রাম ছাত্রাবাস যোজনায় তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব আলোচনা করেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ, শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল এবং তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস উপস্থিত ছিলেন।

বাজারে দুঃসাহসিক চুরি

আটের পাতার পর

হয়েছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দোকানপাট এবং মানুষের বাড়িঘরে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে পুলিশের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। লকডাউন এবং কারফিউ জারি থাকা সত্ত্বেও কিভাবে চোরের দল এভাবে হানাদারি চালাচ্ছে তা নিয়ে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে।

নির্ভর করব : রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনের পাতার পর কেন্দ্রীয় সরকারী সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেয়াকে প্রশ্রয় দেওয়া, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের আমলাতন্ত্র কে প্রকাশ্যে পার্টির কাজে লাগানো, প্রভৃতি বিষয়ে একজন রাজ্য -সাংবিধানিক প্রধান নীরবতা পালন করতে পারেন না বা তা উচিতও নয়।পঞ্চায়েত ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েও শতাধিক মানুষ খুন হলেন, আর সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিষয়ে সাংবিধানিক প্রধান প্রতিবাদ জানাতে পারবেন না-এই অসাংবিধানিক ব্যাখ্যা করা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল হয় না।

যেহেতু বিজেপি নীতিগত ভাবে তার জন্মলগ্ন থেকেই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার ভেঙে ফেলার বিরোধী, সেহেতু রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায় যা ধানকর সাহেব সঠিকভাবে পালন করে এলেন।রাজ্যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে প্রত্যক্ষ ভাবে নিজেদের আওতায় নিয়ে আসার অপপ্রয়াস, তাদের উপাচার্যদের দলীয় কর্মীতে পরিনত করা, উপাচার্যদের ইউনিয়ন করতে বাধ্য করা, স্বায়ত্তশাসন তুলে দেওয়া, সমাবর্তন তুলে দেওয়া, মাননীয় আচার্যকে বারংবার অসভ্য ও বর্বর ভাবে হেনস্থা করা-এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানোকে যদি সংকীর্ণ রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলে অভিযোগ তোলা হয়, তাহলে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের কাছে অনুরোধ রইল, আগামী বছরের সাধারণ নির্বাচনকে দেশের বাকি অংশের মতো রক্তপাতহীন করতে, পবিত্র সংবিধানকে বেশি মাত্রায় ব্যবহার করতে আগামী বছরেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে উনি সক্ষম হবেন---সাধারণ নাগরিক হিসেবে এই কামনা করা যেতেই পারে।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

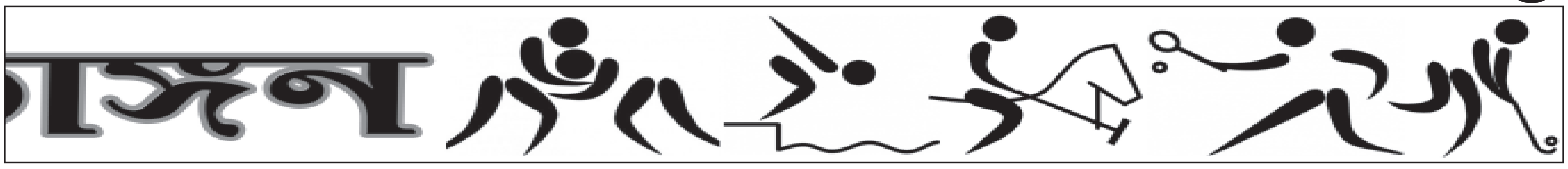

আতালান্তা নয়, লিগ কাপ নিয়ে ভাবনা পিএসজির

সপ্তাহ দুয়েক পরই আতালান্তার বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ রয়েছে পিএসজির। তবে দলটির মিডফিল্ডার মার্কো ভেরাত্তি জানালেন আতালান্তা নয়, এ মুহূর্তে তাদের ভাবনা ফরাসি লিগ কাপের ফাইনাল নিয়ে।লিগ কাপের ফাইনালে শুক্রবার অলিম্পিক লিওঁর মুখোমুখি হবে পিএসজি। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে লিগ ওয়ান মাঝপথে ভেস্তে গেলেও ঠিকই এর শিরোপা পেয়েছে দলটি।পর্তুগালের লিসবনে আগামী ১২ অগাস্ট চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার- ফাইনালে আতালান্তার মুখোমুখি হবে পিএসজি।

তবে ভেরাত্তি জানালেন, আপাতত তাদের ভাবনায় লিওঁর বিপক্ষের ফাইনাল।''আমরা আতালান্তার বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে এখন ভাবছি না। আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি আগামীকাল।

লিওঁর বিপক্ষে খেলব বলে আমরা খুশি; তারা চমৎকার একটা দল।''চোটের কারণে লিওঁর বিপক্ষের ফাইনালে পিএসজি পাবে না দলের তারকা ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপেকে। ফরাসি ফরোয়ার্ডের অভাব অনুভব করবেন বলে জানান ইতালিয়ান মিডফিল্ডার ভেরাত্তি।''ফরাসি কাপের ট্রফি তুলে ধরার সময় এমবাপের কথা মনে পড়েছিল আমাদের। কিন্তু চোট ফুটবলেরই অংশ। তাকে আমরা মিস করব। বিশ্বের যে কোনো দলই তার মত খেলোয়াড়কে মিস করবে।''

টানা ১০ম লিগ জয় নিয়ে 'ভাবতে শুরু করেছে' ইউভেন্তুস

সেরি আর টানা নবম শিরোপা জয়ের রেশ কাটেনি এখনও। লিগে বাকিও আছে একটি ম্যাচ। তবে এখনই পরবর্তী লিগ নিয়ে ইউভেন্তুস ভাবতে শুরু করেছে বলে জানালেন দলটির ফরোয়ার্ড পাওলো দিবালা। কদিন আগেই সেরি আর ২০১৯-২০ মৌসুমের শিরোপা নিশ্চিত করা ইউভেন্তুস আগামী শনিবার রোমার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে লিগ শেষ করবে।ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে প্রথম দল হিসেবে টানা ৯ লিগ শিরোপা জয়ের রেকর্ড গড়া ইউভেন্তুস ২০২০-২১ মৌসুমে মুকুট ধরে রাখা নিয়ে এখনই ভাবছে বলে দা গার্ডিয়ানকে জানান দিবালা।''মনোযোগ এবং লক্ষ্য ধরে রাখা কঠিন হতে পারে, কিন্তু প্রতিটি জয়ই স্পেশাল। আমি মনে করি, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি জিততে পছন্দ করি, আমার সতীর্থরা এবং ক্লাব জিততে পছন্দ করে। আর এই ইচ্ছাই আমাদেরকে বিজয়ী করে।''''প্রতিটি পজিশনে আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী খেলোয়াড় আছে, এটা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করে। টানা নয়টি শিরোপা জেতা দুর্দান্ত ব্যাপার, আমরা নিজেদের নিয়ে গর্বিত এবং আমরা এরই মধ্যে দশম লিগ শিরোপ নিয়ে ভাবছি।''লিগ শেষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নিয়ে ব্যস্ততা শুরু হবে ইউভেন্তুসের। শেষ ষোলোর প্রথম লেগে অলিম্পিক লিওঁর মাঠে ১-০ গোলে হেরে আসা দলটি তুরিনে আগামী ৭ অগাস্ট ফিরতি লেগে খেলবে। দিবালাও এখন ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় মনোনিবেশ করতে চান। ''প্রথমত, এখন আমাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মনোযোগ দেওয়া দরকার। কেননা, এরই মধ্যে মৌসুমটা বেশ লম্বা হয়ে গেছে।''''লিওঁর বিপক্ষে প্রথম ম্যাচটি হয়েছিল পাঁচ মাস আগে এবং মাঝের সময়টাতে অনেক কিছু ঘটেছে। কিন্তু আমরা জানি, এখনও আমরা কী অর্জন করতে পারি।''

ঈদ শেষে মাঠে ফেরার অপেক্ষা জিমিদের

করোনাভাইরাসের থাবায় স্থগিত থাকা হকির এএইচএফ অনূর্ধ-২১ ওয়ার্ল কোয়ালিফাইং শুরু হতে পারে আগামী বছরের শুরুর দিকে। এ উপলক্ষে ঈদ-উল-আযহার পর ক্যাম্প শুরু করতে চাইছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন।মাঠে ফিরতে উন্মুখ হয়ে আছেন তারকা খেলোয়াড় রাসেল মাহমুদ জিমি। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই ফরোয়ার্ডের জন্য এবারের ঈদটা বিশেষ আনন্দের। কদিন আগেই প্রথমবারের মতো বাবা হয়েছেন এই তারকা খেলোয়াড়।''প্রথম সন্তানের বাবা হয়েছি। মেয়ে ও তার আম্মা দুজনেই ভালো আছে। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এটা আমাদের জন্য স্পেশাল ঈদ।''''মাঠে ফেরার ব্যাপারে সবাই আশাবাদী। আমিও আশাবাদী। করোনাভাইরাস পরিস্থিতি এখন যত দ্রুত স্বাভাবিক হয়, ততই আমাদের জন্য ভালো। ঈদের পরে যদি সবকিছু শুরু হয়, তাহলে ভালো। সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে যদি এয়ারফোর্সের ওখানে ক্যাম্প শুরু হয়, তাহলে খুবই ভালো।''করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ঘরে বসে থাকলেও ফিটনেস নিয়ে কাজ করার কথা জানালেন

জিমি।''সবাই নিজেদের মতো করে ফিটনেস ধরে রাখার চেষ্টা করছে। আমি করছি আমার মতো করে। খেলা না থাকলে ফিটনেস ধরে রাখা কঠিন। এ কারণে যতটুকু পারছি চেষ্টা করছি ফিটনেস ধরে রাখার।''গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ক্লাবগুলোতে সরকারের ক্যাসিনো বিরোধী অভিযানের পর থেকে হকির সাধারণ সম্পাদ মমিনুল হক সাঈদ 'নিখোঁজ' আছেন। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন মোহাম্মদ ইউসুফ। বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে তিনিও জানালেন ঈদের পর ক্যাম্প শুরুর কথা।''এএফসি অনূর্ধ-২১ ওয়ার্ল কোয়ালিফাইং গত জুনে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু করোনাভাইরাসের কারণে সেটা স্থগিত হয়ে যায়। এই টুর্নামেন্টের জন্য ছেলেদের ছয় মাস অনুশীলন করিয়েছিলাম। করোনাভাইরাসের কারণে ওটাও বন্ধ করেছিলাম। ঈদের পর ৯ অগাস্টে পুনরায় ক্যাম্প শুরুর চিন্তা করেছি আমরা।''''এয়ারফোর্সের বেইস ক্যাম্পে ওদের তত্ত্বাবধানে, শারীরিক দূরত্ব মেনে, করোনাভাইরাস টেস্ট করিয়ে সীমিত আকারে আমরা ক্যাম্প শুরু করতে চাই। বাহিনীর খেলোয়াড়রা কিন্তু ওখানে ফিটনেস নিয়ে কাজ করছে। ওদের ফিটনেস নিয়ে সমস্যা নেই। যারা এদের বাইরে আছে, তাদের নিয়ে পরবর্তী ক্যাম্প শুরু করব।''এএফসি অনূর্ধ-২১ ওয়ার্ল কোয়ালিফাইং পুনরায় মাঠে গড়ানোর দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে ইউসুফ জানালেন, আগামী বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হতে পারে এ আসর।

'ব্রাজিলে নেইমারের চেয়ে অনেকে মেসিকে পছন্দ করে'

ফুটবলে দুই দেশ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু প্রতিবেশি দেশের লিওনেল মেসিকে নিয়ে ব্রাজিলিয়ানদের ভালোলাগাটা নাকি অন্য পর্যায়ের। ব্রাজিলের সাবেক ডিফেন্ডার জে রবের্তো জানালেন, তার দেশে নেইমারের চেয়ে মেসিকে অনেক শিশু বেশি পছন্দ করে! টিওয়াইসি স্পোর্টসের সঙ্গে আলাপচারিতায় ফুটবলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন রবের্তো। সেখানেই তিনি জানান, ব্রাজিলে মেসির জনপ্রিয়তা তুমুল।''ব্রাজিলে অনেক শিশু আছে যারা নেইমারের চেয়ে মেসিকে বেশি পছন্দ করে। কারণ, ব্রাজিলিয়ানরা যেভাবে খেলে, মেসিও সেভাবে খেলে।'' ক্লাব ক্যারিয়ারে মেসি বার্সেলোনার হয়ে শিরোপা জিতেছেন ভুরিভুরি। কিন্তু আর্জেন্টিনার হয়ে এখনও বড় কোনো সাফল্য নেই তার। ২০১৪ বিশ্বকাপে ও কয়েকবার কোপা আমেরিকার ফাইনালে উঠেও ব্যর্থ হওয়া মেসির বয়স ৩৩ বছর। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপের সময় তার বয়স ৩৫ পেরিয়ে যাবে।

স্বাভাবিকভাবেই তাই তার ওই টুর্নামেন্টে খেলা নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা আছে। তবে, মেসি আগামী বিশ্বকাপ জিতলে খুশি হবেন রবের্তো। ''মেসি যদি বিশ্বকাপ জিতে, তাহলে আমি খুশি হব। কেননা, বিশ্বকাপ জিতলে সে নিজেকে ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড় বলতে পারবে।'' ''একমাত্র এটাই মেসির ক্যারিয়ারে নেই। পেলে ও দিয়েগো মারাদোনার মতো মেসিও ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়।'' মেসি ও মারাদোনার তুলনায় মেসিকেই এগিয়ে রেখেছেন রবের্তো। এগিয়ে রাখার কারণগুলোও জানিয়েছেন এই ৪৬ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান। ''আমি মেসির বিপক্ষে খেলেছি এবং আমি তাকে পাঁচবার (রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা মেসি) সেরা খেলোয়াড় হতে দেখেছি। এ কারণে আমি তাকে বেছে নিব।''

PNIe-T No-05/EE/KCP/2020-2021, Dated, the, 24-07-2020
The Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invited tender from the eligible bidders upto 15:00 hours on 17-08-2020 for 16(sixteen) Nos. Maintenance works. For details visit https://tripuratenders.gov.in for contract at Mobile No.8974460076 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA-C/1201/20

(Er. Ritan Khisa)
Executive Engineer
Kanchanpur Division, PWD(R&B)
Kanchanpur, North Tripura.

আইপিএলে মাঠে দর্শক রাখার ভাবনা

মাঠে বসে আইপিএলের খেলা উপভোগ করতে দর্শকদের সুযোগ করে দিতে চায় এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। তবে তা সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকারের ওপর নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন ইসিবির সেক্রেটারি মুবাশশির উসমানি।আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর আরব আমিরাতে শুরু হবে ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আইপিএলের ত্রয়োদশ আসর। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ৮ নভেম্বর। দেশটির তিন মূল ভেন্যু, দুবাই, আবু ধাবি ও শারজাহতে হবে টুর্নামেন্টের ৬০টি ম্যাচ।ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে উসমানি জানান, সরকারের কাছ থেকে ধারণ ক্ষমতার ৩০-৫০ শতাংশ দর্শক স্টেডিয়ামে রাখার অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী তারা।

''আমরা অবশ্যই চাইব আমাদের লোকেদের মর্যাদাপূর্ণ আসরের অভিজ্ঞতা হোক। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সরকারের সিদ্ধান্ত। এখানে বেশির ভাগ ইভেন্টের ক্ষেত্রে ধারণ ক্ষমতার ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ দর্শক প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় এবং আমরা ওই পরিমাণই চাচ্ছি। আমরা আশাবাদী, সরকারের অনুমতি পেয়ে যাব।''এর আগে ভারতের জাতীয় নির্বাচনের কারণে ২০১৪ আইপিএলের প্রথম ২০ ম্যাচ হয়েছিল আরব আমিরাতে। একই কারণে ২০০৯ আইপিএল হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়।গত মার্চে হওয়ার কথা ছিল আইপিএলের এবারের আসর। কিন্তু করোনাভাইরাসে বদলে যাওয়া প্রেক্ষাপটে পিছিয়ে দেওয়া হয় টুর্নামেন্টেটি।

ইনফান্তিনোকে বরখাস্তের আহ্বান ব্লাটারের

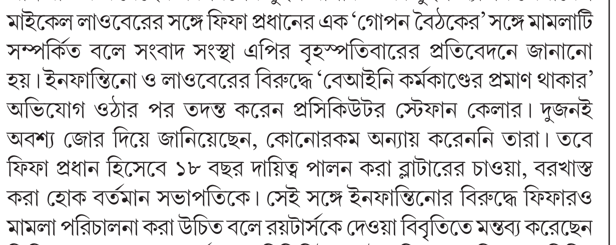

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হওয়ার পর তাকে বরখাস্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন জেপ ব্লাটার।মামলাটির আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছেন এক বিশেষ সুইস প্রসিকিউটর। সুইস অ্যাটর্নি জেনারেল মাইকেল লাওবেরের সঙ্গে ফিফা প্রধানের এক 'গোপন বৈঠকের' সঙ্গে মামলাটি সম্পর্কিত বলে সংবাদ সংস্থা এপির বৃহস্পতিবারের প্রতিবেদনে জানানো হয়। ইনফান্তিনো ও লাওবেরের বিরুদ্ধে 'বেআইনি কর্মকাণ্ডের প্রমাণ থাকার' অভিযোগ ওঠার পর তদন্ত করেন প্রসিকিউটর স্টেফান কেলার। দুজনই অবশ্য জোর দিয়ে জানিয়েছেন, কোনোরকম অন্যায় করেননি তারা। তবে ফিফা প্রধান হিসেবে ১৮ বছর দায়িত্ব পালন করা ব্লাটারের চাওয়া, বরখাস্ত করা হোক বর্তমান সভাপতিকে। সেই সঙ্গে ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে ফিফারও মামলা পরিচালনা করা উচিত বলে রয়টার্সকে দেওয়া বিবৃতিতে মন্তব্য করেছেন তিনি।''আমার কাছে, বর্তমান পরিস্থিতিটা স্পষ্ট। ফিফার এথিকস কমিটির ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করতে হবে এবং তাকে বরখাস্ত করতে হবে।''দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ও পরবর্তীতে নিষিদ্ধ হওয়া সাবেক প্রধান ব্লাটারের উত্তরসূরি হিসেবে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফিফা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন ইনফান্তিনো। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান হিসেবে বর্তমানে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

ADMISSION NOTIFICATION, 2020-21.

Applications are invited from eligible candidates for the admission in following courses of Regional Institute of Pharmaceutical Science & Technology (RIPSAT), Agartala Tripura for Academic session, 2020-21.

Sr. Nos.	Name of the course	Eligibility criteria
1	D. Pharm. (Tripura quota-25 seats)	Pass in H.S.(+2) Stage Science with PCM or PCB form TBSE or any equivalent examination affiliated to TBSE. Only from Tripura Domicile.
2	B. Pharm. (Endowment quota-20 seats)	Pass in H.S.(+2) Stage level with science. All India basis.
3	B. Pharm. (Lateral admission to 2nd year (3rd Sem.)	D. Pharm Passed (Part-I & II) with Part-III practical training, a. 03(Three) seats under Tripura quota. b. 07 (Seven) seats under All India basis.

The downloaded application form our website www.ripsat.nic.in may be filled up & submitted personally/ speed post to the O/o the RIPSAT within office hour of the Institute.
The last date for submission of the application form is **extended upto 15th Spternber, 2020.**

Principal
RIPSAT, Agartala

ICA-D/333/20

শুক্রবার উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারী আর্য কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রী রুচিকা সরকারকে তার বাবা মিষ্টি মুখ করাচ্ছেন (বাঁয়ে)। প্রাচ্য ভারতীয় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারী স্বরূপা বণিককে মিষ্টি মুখ করাচ্ছেন তার মা (ডানে)।

কলকলিয়া পেক্সের রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। সদর উত্তরের মোহনপুর কলকলিয়া পেক্সের রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ মিলেছে। রেশন ডিলারের নাম দীপ্ত সিং। ভোক্তারা অভিযোগ করেছেন লকটাউন চলাকালে সরকার গরিব অংশের মানুষের জন্য বিনামূল্যে চাল বরাদ্দ করেছে, অথচ রেশন ডিলার বিনামূল্যে চাল সরবরাহ করছে না তাদের মধ্যে। রেশন ডিলারের এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খোলায় এক ভোক্তার রেশন কার্ড ছিঁড়ে ফেলেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ভোক্তাদের মধ্যে সরকারি চাল বিনামূল্যে সরবরাহ না করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর দাবি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকার করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে লক ডাউন কুশনার পাশাপাশি মানুষ যাতে অনাহারে না থাকেন সেজন্য বিনামূল্যে চাল সরবরাহ করার কথা ঘোষণা করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চাল বিনামূল্যে সরবরাহ করা হলেও মোহনপুরের কলকলিয়া প্যাকস এর ডিলার বক্তাদের মধ্যে বিনামূল্যে সরবরাহ করতে গরিমসি শুরু করেছেন বলে অভিযোগ।

সম্ভাব্য কৃতি তালিকায় স্থান করে নিল বাইখোড়া দ্বাদশের ছাত্রী অঙ্কিতা বৈদ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩১ জুলাই।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদে দ্বাদশের ফলাফলে সেরা দশের মধ্যে স্থান অর্জন করে বাইখোড়া দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ের ছাত্রী অঙ্কিতা বৈদ্য। আজ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদের দ্বাদশের ফলাফল প্রকাশিত হয়। এরমধ্যে ৪৬৯ নম্বর পেয়ে গ্রেড এ পেয়েছে শান্তির বাজার মহকুমার বাইখোড়া দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ের ছাত্রী অঙ্কিতা বৈদ্য। বিগতদিনে মাধ্যমিকের ফলাফলে সে সেরা দশের মধ্যে নবমস্থান অধিকার করেছিলো। আজ পুনরায় দ্বাদশের ফলাফলে সে সেরা দশেরমধ্যে তৃত্বীয় স্থান অর্জন করেছে। ২০১৬ সালে যান দুর্ঘটনায় পরলোক গমনকরেন অঙ্কিতা বৈদ্যের পিতা আশিষ বৈদ্য। বর্তমানে দুই ভোন ও মা সহ বাড়ীতে তিনজন। অঙ্কিতা বৈদ্যের এই ফলাফলের পেছনে পরিবারের লোকজনের অবদান সবচেয়ে বেশী বলেজানায়। আজকের ফলাফল দেখে সে ভবিষ্যতে ডাক্তার হবার আশাকরছে। এইদিকে আজকের এই ফলাফলের পরেও ওদের পরিবার শোকাহত। উনারা জানান আজকের এইদিনে অঙ্কিতা বৈদ্যের পিতা পাশে থাকলে তিনি খোবই আনন্দিত হতেন। তাই অঙ্কিতা বৈদ্যের পিতাকে ছারা উনারা এই আনন্দকে সঠিকভাবে উপভোগ করতে পারছেননা।

কুমারঘাট বাজারে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। কুমারঘাট বাজার সংলগ্ন একটি রেস্টুরেন্টে লকডাউন চলাকালে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।। চোরের দল রেস্টুরেন্টে ঢুকে আসবাবপত্র রান্নার বাসনপত্র সহ অন্যান্য সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে রেস্টুরেন্টের মালিক দীপক কর কুমারঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই চুরির ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার কিংবা চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই। লকটাউন চলাকালে পুলিশের টহল থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের চুরির ঘটনায় এলাকায় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি

ছয়ের পাতায় দেখুন

উপ-মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি ত্রিপুরা জৈব প্রযুক্তি পর্ষদ ও হর্টিকালচার দপ্তরের মধ্যে মৌ

আগরতলা, ৩১ জুলাই।। মৌ স্বাক্ষরের পর উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন বলেন, রাজ্যে সবরী কলার চাষকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা জৈব প্রযুক্তি পর্ষদ "টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উৎপাদিত সবরী কলা কৃষকদের জমিতে রোপন" বিষয়ক একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার আর্থিক সহায়তা করছে ভারত সরকারের জৈব প্রযুক্তি দপ্তর। প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পে শুরু হলেও আইসিএআর তিরুচিরাপল্লী সঠিক সময়ে টিস্যু কালচারজাত চারা দিতে না পারায় প্রকল্পের কাজ ব্যহত হয়। বর্তমানে পুনরায় এই প্রকল্প শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে রাজ্যের হর্টিকালচার দপ্তর তার নাগীছড়াস্থিত টিস্যু কালচার ল্যবা থেকে প্রয়োজনীয় চারা উৎপাদন করবে। পরবর্তীতে এই চারা ত্রিপুরা জৈব প্রযুক্তি পর্ষদ ও আইসিএআর এর যৌথ উদ্যোগে আইসিএআর লেম্বুছড়াতে অবস্থিত গ্রীনহাউসে পরিবেশ সহনশীল (হার্ডেনিং করে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা জৈব প্রযুক্তি পর্ষদ, আইসিএআর লেম্বুছড়াতে প্রয়োজনীয় গ্রীনহাউস ও অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরির জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

সংখ্যালঘু অংশের মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ ইন্দ্রনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ইন্দ্রনগরের কমলাকান্ত পাড়ায় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের ঈদ উৎসবের প্রাক্‌কালে আর আর আই টি সলিউশন অ্যান্ড সার্ভিসেসের উদ্যোগে সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া আনন্দ মার্গ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সংস্থার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবে এই ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে লকডাউন ঘোষণা করায় মানুষ আর্থিক বৃদ্ধি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাদের পাশে দাড়াতেই এই উদ্যোগ।

রাজ্যে পিসিসিএফ নিযুক্ত হলেন ডঃ ডি কে শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই : রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের পিসিসিএফ নিযুক্ত হলেন ডঃ ডি কে শর্মা। তিনি ডঃ অলিন্দ রসতোগীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। ডঃ রসতোগী ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন তথা টিপিএসসির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।

মণিপুরে জঙ্গি হামলায় শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর সন্ত্রাসবাদের সাথে আপস নয়, কড়া হুঁশিয়ারি বীরেন সিঙের

ইমফল, ৩১ জুলাই (হি. স.) : জঙ্গি হামলায় মণিপুরে শহিদ আসাম রাইফেলস-এর তিন জওয়ানের পার্থিব মরদেহে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। এদিন তিনি মণিপুরের বাসিন্দা আসাম রাইফেলস-এর শহিদ জওয়ানের পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করে তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদের সাথে কোন আপস নয় বলে কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার রাতে মণিপুরের চান্দেল জেলায় জঙ্গি হামলায় ওই তিন জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন অসমের, একজন নাগাল্যান্ডের এবং একজন মণিপুরের বাসিন্দা রয়েছেন। আজ শুক্রবার বিমানে অসম ও নাগাল্যান্ডের বাসিন্দা জওয়ানদের মরদেহ নিজ নিজ রাজ্যের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে।

আজ ইমফলে বীর টিকেন্দ্রজিৎ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে জওয়ানদের শ্রদ্ধাঞ্জলির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ-ধরনের বর্বরতা বরদাস্ত করা হবে না। সরকার ওই ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। তাঁর দাবি, জঙ্গি হামলার ঘটনায় সরকার নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকবে না। তাদের খুঁজে বের করে চরম শাস্তি দেওয়া হবে। তিনি চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, জঙ্গি গোষ্ঠীর সাথে কোনও রকম আপস করা হবে না। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গি গোষ্ঠীর কাছে আবেদন রাখেন, নাশকতার পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন।

মুখ্যমন্ত্রী আজ জঙ্গি হামলায় শহিদ মণিপুরের বাসিন্দা রাইফেলম্যান রতন সালামের পরিবারের সদস্যদের দেখা করেছেন। তাঁদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে সমস্ত রকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চান্দেল জেলায় জঙ্গিদের কাপুরুষোচিত হামলায় মণিপুরের জওয়ান শহিদ হয়েছেন। শহিদ জওয়ানের পরিবারের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে মণিপুর সরকার সমস্ত দায়িত্ব নেবে। তাঁদের উন্নত জীবন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

জঙ্গি হামলায় শহিদ আসাম রাইফেলসের তিন জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। ছবি ঃ টুইটারের সৌজন্যে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মানুষকে বিভ্রান্ত করতে মিথ্যা প্রচার করে চলেছে বিরোধীরা, অভিযোগ সংখ্যালঘু মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। মানুষকে সঠিক ভাবে সরকারী পরিষেবা পৌঁছে দিতে কাজ করে চলেছে বর্তমান সরকার। মন্ত্রী, বিধায়ক, চেয়ারম্যান থেকে দলীয় কার্যকর্তা , বুথ স্তর পর্যন্ত এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। অথচ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে মিথ্যা প্রচার করে চলেছে বিরোধীরা। বিরোধীদের এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র বিরোধীতা করছে বিজেপি সংখ্যা লঘু মোর্চা। শুক্রবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে এই কথা জানান বিজেপি সংখ্যা লঘু মোর্চার রাজ্য প্রভারী জসীম উদ্দিন। সংখ্যালঘুদের জন্য যে কাজ হয়েছে বিগত সরকারের আমলে এই উন্নয়ন হয়নি। প্রচুর চাকুরী হচ্ছে। আগে যারা ঝান্ডা নিয়ে ঘুরতে তারাই চাকুরি পেতেন। কিন্তু এখন তা হয়না। টি সি এস-অফিসার হিসাবে তিন জন চাকুরী পেয়েছে। সামগ্রীক বিকাশের জন্য কাজ করছে রাজ্য সরকার। যে একাত্ম মানববাদ আছে তা নিয়ে কাজ করছে বিজেপি। এই অবস্থায় যারা জাত পাত নিয়ে রাজনীতি করছেন তাদের এই ধরনের রাজনীতি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান তিনি। মানব জাতি এবং রাজ্যের উন্নতির জন্য কাজ করার বার্তা দেন তিনি। সমস্ত রাজ্যবাসীকে ইদোজ্জোহার শুভেচ্ছা জানান বিজেপি সংখ্যা লঘু মোর্চার রাজ্য প্রভারী জসীম উদ্দিন। সরকারী নিয়ম মেনে এই উৎসব পালনের জন্য বলেন তিনি। রাষ্ট্র ও দেশের স্বার্থে গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলিকে মান্যতা দিয়ে ইদের আনন্দে মেতে ওঠার বার্তা দেন তিনি। ইদ উৎসবকে নিয়ে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে এই সাংবাদিক সম্মেলন বলে জানান বিজেপি সংখ্যা লঘু মোর্চার রাজ্য প্রভারী জসীম উদ্দিন।

নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউর রাজনৈতিক উপদেষ্টার ইস্তফা

কোহিমা, ৩১ জুলাই (হি.স.) : নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর রাজনৈতিক উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দিলেন প্রিয়াঙ পাঙে। তবে ইস্তফার জন্য নির্দিষ্ট কোনও কারণ জানাননি তিনি।

ইস্তফানামায় পাঙে লিখেছেন, নাগাল্যান্ড সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের রাজনৈতিক উপদেষ্টার পদ থেকে আমি ইস্তফা দিচ্ছি। নাগাল্যান্ড সরকারের সাথে কাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জননীতি এবং সরকার পরিচালনা সম্পর্কে জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে পেরেছি।

২০১৮ সালে প্রিয়াঙ পাঙে নয়াদিল্লিতে অবস্থিত নাগাল্যান্ড ভবনে ওএসডি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। নাগাল্যান্ড মন্ত্রিসভা তাঁর নিযুক্তিতে অনুমোদন দিয়েছিল এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনে তিনি নিয়োজিত হয়েছিলেন। সবচেয়ে মজার বিষয়, ২ মার্চ তাঁকে নিযুক্তির জন্য নাগাল্যান্ডের উপমুখ্যমন্ত্রী সুপারিশ করেছিলেন। সে মোতাবেক ২২ মার্চ স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনে তাঁর নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করে নাগাল্যান্ড সরকার। প্রশাসনের বরিষ্ঠ আধিকারিকদের মতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের অনুমোদনে পাঙের নিযুক্তি সহায়ক ভূমিকা নেবে।

অসুস্থ জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসকে শুক্রবার বাড়িতে এসে দেখে গেলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি ঃ নিজস্ব

কাকরাবনে অগ্নিনির্বাপক অফিসে করোনা আক্রান্ত আট কর্মী, কদমতলাতলায় আশা ও অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। রাজ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। শুক্রবার পাওয়া খবরে জানা গেছে, গোমতী জেলার কাকরাবন অগ্নিনির্বাপক অফিসে ৮ জন কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রে মোট কর্মী সংখ্যা রয়েছেন ২২ জন। তাদের মধ্যে আটজন করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হওয়ায় অন্যান্যদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কাকড়াবন অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিকে কাকড়াবন অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের অফিসটি সঠিকভাবে সেনিটেশন করার তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা গেছে। ফলে এখানে আরো লোকজন সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এদিকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানা এলাকার উত্তর কুলবাড়ি এক নম্বর ওয়ার্ডে আশা কর্মী ও অঙ্গনারী কর্মীরা করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছেন। তারা ওই এলাকায় সরকারি নির্দেশ অনুসারে সার্ভের কাজ করতে গিয়েছিলেন। জানা গেছে ওই এলাকায় চারজন পজিটিভ পাওয়া গেছে। পজিটিভদের সংস্পর্শে আসার ফলেই আশা কর্মী ও অঙ্গনারী কর্মীরা করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সংক্রমিত আশা কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী কে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সার্ভের কাজ করতে গিয়ে সংক্রমিত হওয়ার সংবাদে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়েপড়া জনগণের রোজগার বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়েপড়া জনগণের রোজগার ব'দ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এক্ষেত্রে মৎস্য, প্রাণী সম্পদ, ক'ষি ইত্যাদি দপ্তরের মাধ্যমে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর যে সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণ করছে সেগুলির পর্যালোচনা করে তা সঠিকভাবে রূপায়ণ করতে হবে এবং নিয়মিত তদারকি করতে হবে। যেসব সুবিধাভোগী মৎস্য, প্রাণী সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রের মাধ্যমে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে কিনা তাও পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই অভিমত ব্যক্ত করেন। সভায় তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের কম রোজগারের ক্ষুদ্র মৎস্য বিক্রেতাদের চিহ্নিত করে দপ্তরের মাধ্যমে কিভাবে তাদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা যায় তারজন্য একটি প্রকল্প তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে মৎস্য বিক্রেতাদের চাহিদা এবং লক্ষ্য কি সেগুলির উপর ভিত্তি করেই প্রকল্পটি তৈরি করার জন্য তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব জানান, রুদ্রসাগরের পাড়ে বসবাসকারী ১,০০০ তপশিলি জাতিভুক্ত পরিবারের স্থায়ী জীবিকা নির্বাহের সুযোগ স'ষ্টির লক্ষ্যে হাঁসপালন কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য ২০২০-২১ অর্থবর্ষে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরকে ১ কোটি টাকা প্রদান করেছে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর। ঐ অর্থবর্ষেই তপশিলি জাতিভুক্ত পরিবারে রোজগারের সুযোগ স'ষ্টি করার লক্ষ্যে ছাগল পালন, ক'ষি, মৎস্য ইত্যাদি প্রকল্পে ১,৩৩০ জন সুবিধাভোগীকে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। এছাড়াও ১০০ জন সুবিধাভোগীকে মৌমাছি পালনের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা নিয়ে অর্থনৈতিকভাবে তাদের উন্নতি হয়েছে কিনা তা দপ্তরকে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে। এছাড়া এস সি কর্পোরেশন থেকে যারা ঋণ নিয়েছেন তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে কিনা বা কতজন আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়েছেন তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন বলে মুখ্যমন্ত্রী সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন।

পর্যালোচনা সভায় তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব আরও জানান, শিক্ষা ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাইখোড়া জনগন্নাথ মন্দিরে নিয়ম রক্ষায় ঝুলন যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩১ জুলাই।। করুনা ভাইরাসের প্রভাবে নিয়মরক্ষনার্থে ছোট আকারে ঝুলন যাত্রা করছে বাইখোড়া জগন্নাথ মন্দির কতৃপক্ষ। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়া জগন্নাথ মন্দির কতৃপক্ষের উদ্দ্যোগে এইবছর নিয়মরক্ষনার্থে ছোট আকারে ঝুলন যাত্রা সংগঠিত করছে। এই ঝুলনযাত্রা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানাতেগিয়ে মন্দিরের সদস্যরাজানান গতকালথেকে এই ঝুলনযাত্রা শুরু হয়েছে। আগামী ৩ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই ঝুলনযাত্রা। গতবছর মন্দিরে ঝুলনযাত্রা বড়আকারে পালনকরাহলেও এইবছর ছোট আকারে নিয়ম রক্ষনার্থে ঝুলনযাত্রা করাহচ্ছে। মন্দিরের সদস্যদের নিয়ে এই ঝুলন যাত্রা সংগঠিতহচ্ছে। বাইরে থেকে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়াহচ্ছেনা। উনারা এই ঝুলন যাত্রার মধ্যদিয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন যাতে করে ভগবান এই করুনা ভাইরাসের মহামারির প্রকোপথেকে লোকজনদের মুক্তিদেয়।

গবাদি পশু বোঝাই গাড়ি আটক শহরতলীর শালবাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। লক ডাউন চলাকালে বেআইনিভাবে গবাদিপশু গাড়ি করে নিয়ে যাওয়ার সময় রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন শালবাগান এলাকায় গাড়িটি আটক করেছেন স্থানীয় জনগণ। এ ব্যাপারে হিরান মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। দুটি গরুসহ একটি টাটা এস গাড়ি আটক করে স্থানীয় জনগণ এন সি সি থানার পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ শালবাগান এলাকায় ছুটে যায়। সেখান থেকে গাড়িটি থানায় নিয়ে আসা হয়। স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন গাড়িতে দুটি গরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। গরুর মালিকানা দাবি করেছেন হিরন মিয়া নামে ওই ব্যক্তি। তার কাছে যে কাগজপত্র পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে একটি গরু ক্রয় করেছেন।অপর একটি গরুর কোনো বৈধ কাগজপত্র তার কাছে নেই। উল্লেখ্য আগামীকাল সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের ঈদ। ঈদ উপলক্ষে গরু গুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করেছেন। অবৈধভাবে গাড়িতে করে গরু নিয়ে যাওয়ার কারণেই তারা গাড়িতে আটক করেছেন। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি অভিযোগ গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

করোনা আক্রান্ত সাংবাদিকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল

আগরতলা, ৩১ জুলাই।। করোনা আক্রান্ত রাজ্যের সাংবাদিকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চিকিৎসকের পরামর্শে বর্তমানে তাকে বাড়িতেই আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে তার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। নযাদিল্লীর বিশিষ্ট কোভিড চিকিৎসক ডাঃ জয়া দেববর্মনের তত্বাবধানে রয়েছেন ওই চিত্র সাংবাদিক।

এদিকে আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে রাজ্যের যেসব সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিক করোনা পরীক্ষা করতে আগ্রহী তারা যাতে অবিলম্বে যোগাযোগ করেন প্রেসক্লাবে। পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য সাংবাদিকদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। অন্যদিকে, আগরতলা প্রেসক্লাবে বর্তমানে জরুরী ভিত্তিতেই সরকারী নীতি নির্দেশিকা মেনে সাংবাদিক সম্মেলন ও রক্তদান শিবিরের বত জরুরী বিষয় করা যাবে। এক্ষেত্রে সব মিলিয়ে একটি রুমে ২০ জনের বেশী থাকা যাবে না। সবার মাস্ক পড়া ও যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি মানা বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চেয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।